RNI No. 71057/96

Bengali fortnightly newspaper

পূর্বোত্তর

১৯৯৬ সন থেকে প্রকাশিত

www.facebook.com/purbottar
www.purbottar.in

বিজ্ঞপ্তি

আপনাদের গল্প, কবিতা, মৌলিক রচনা আমাদের contact@purbottar.in –এ ই-মেইল অথবা, 7547930235 নাম্বারে হোয়াটস্ অ্যাপ করুন।

বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন- 9775273453

বর্ষ: ২৭, সংখ্যা: ৫, কোচবিহার, শুক্রবার, ১০ মার্চ - ২৩ মার্চ, ২০২৩, পৃষ্ঠা সংখ্যা: ৮

Vol: 27, Issue: 5, Cooch Behar, Friday, 10 March - 23 March, 2023, Pages: 8, Rs. 3

কর কাঠামো সংস্কার করছে কোচবিহার পুরসভা

পার্থ নিয়োগী: ২৭ ফেব্রুয়ারি প্রায় তিন ঘন্টা ধরে চলা কোচবিহার পুরসভার বোর্ড মিটিং এর শেষে পুরপতি রবীন্দ্রনাথ ঘোষ জানান যে আয় বাড়াতে নতুন করে কর কাঠামো সংস্কার করছে কোচবিহার পুরসভা। জমির চরিত্র বদলের ক্ষেত্রে এবার থেকে ডেসিমাল প্রতি এককালীন পাঁচ হাজার টাকা করে নেবে। রবিবাবু বলেন, 'এতদিন শহরে যে ল্যান্ড কনভারশন হত তাতে কোচবিহার পুরসভা কোন ফি নিত না। কিন্তু অন্যান্য দপ্তর এমনকি অন্যান্য পুরসভা এর জন্য ফিস নেয়। সেজন্যই এদিনে বোর্ড মিটিং সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় ল্যান্ড কনভারশনের ক্ষেত্রে এখন থেকে ডেসিমাল প্রতি ৫ হাজার করে টাকা নেওয়া হবে'। রবিবাবু আরও বলেন যে পুর ও নগরোন্নয়ন দপ্তর থেকে তাদের কাছে চিঠি আসে যে কেন আমরা এই টাকা নিচ্ছি না। আর এই ফি না নেওয়ায় কোচবিহার পুরসভার বিশাল টাকা ক্ষতি হয়েছে। এছাড়া আগে সম্পত্তি করের উপর পাঁচ শতাংশ করে রিবেট দেওয়া হত। সেটাও এখন থেকে বন্ধ করে দেওয়া হল। এদিনের বোর্ড মিটিং এ নতুন করে সাতটি ক্ষেত্রে লাইসেন্স ফি নেওয়ার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। এর মধ্যে হোটেল বুকিং এর জন্য অফিস খুললে বছরে ১০ হাজার টাকা করে ট্রেড লাইসেন্স ফি নেওয়া হবে। কুরিয়ার সার্ভিস ও মাল্টিজিমের ক্ষেত্রে এই কর ধার্য

করা হয়েছে ৫ হাজার টাকা। টিম্বার মার্চেন্টদের এবার থেকে বছরে ১০ হাজার টাকা করে এই ফি দিতে হবে। হেলথ কনসালটেন্সির ক্ষেত্রে বছরে এখন থেকে ২০ হাজার টাকা ট্রেড লাইসেন্স ফি দিতে হবে। এর সাথে হোমস্টে ও আইসক্রিম পার্লারের ক্ষেত্রে বছরে ৫ হাজার টাকা করে এই ফি নেওয়া হবে। ব্যাংক, বিমা কোম্পানি, মোবাইল টাওয়ার বসানোর মত যে সকল ক্ষেত্রে ট্রেড লাইসেন্স ছিল না তাদেরও এবার ট্রেড লাইসেন্সের আওতায় আনা হচ্ছে। এই নিয়ে পুরপতি বলেন, 'এতদিন অনেক ফাঁকফোকর ছিল। পুরসভার আয় বাড়ানোর ক্ষেত্রে আইনগত পদ্ধতিকে সামনে রেখে এই সামান্য কর আমরা ধার্য করেছি'। তবে অনেকেই মনে করছেন এই কর কাঠামো বদলের সত্যিই দরকার ছিল কারণ রবীন্দ্র নাথ ঘোষ পুরপতি পদে বসার পর থেকেই কয়েকশো অস্থায়ী কর্মীর বকেয়া পেনশন পরিশোধ করা হয়েছে। মাসের শুরুতেই এখন পুরসভার অস্থায়ী কর্মীরা বেতন পান। এছাড়া পুরসভার অবসরপ্রাপ্ত কর্মী, যাদের গ্র্যাচুইটি বকেয়া ছিল, রবিবাবু পুরপতি পদে বসার পর প্রায় কয়েক কোটি টাকার বকেয়া গ্র্যাচুইটি পরিশোধ করেছেন। ফলে সেইদিক থেকে পুরসভার এই নতুন কর কাঠামোর সত্যিই দরকার ছিল।

মন্ত্রীর কনভয়ে রণক্ষেত্র দিনহাটার বুড়িরহাট রুষ্ট রাজভবনের কড়া পদক্ষেপের হুঁশিয়ারি

দিনহাটা: ২৫ ফেব্রুয়ারি তৃণমূল কর্মীদের জমায়েত ভেঙে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র দপ্তরের প্রতিমন্ত্রী নিশীথ প্রামাণিকের কনভয়ে যাওয়ার চেষ্টা করলে রণক্ষেত্র হয়ে ওঠে দিনহাটার বুড়িরহাট এলাকা। বিজেপি–তৃণমূল সংঘর্ষে অবাধে চলল গুলি, বোমা। এমনকি হামলা চালানো হল কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রীর গাড়িতেও। ভাঙচুর করা হয় বুড়িরহাটে তৃণমূল কার্যালয়। ঐদিন রাতে সাহেবগঞ্জ ও কালমাটিতে দুই বিজেপি কর্মীর বাড়ি জ্বালিয়ে দেওয়া হয়। এদিনের সংঘর্ষে দুই পক্ষেরই বেশ কয়েকজন জখম হয়েছে।

দিনহাটার গিতালদহ সীমান্তে বিএসএফ এক রাজবংশী যুবককে খুন করেছে এই অভিযোগ তুলে ভেটাগুড়িতে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী নিশীথ প্রামাণিকের বাড়িতে ১৯ ফেব্রুয়ারি অবস্থান বিক্ষোভ করে তৃণমূল কংগ্রেস। ২৫ ফেব্রুয়ারি বিশাল গাড়ির কনভয় নিয়ে ভেটাগুড়ির ভেতর দিয়ে বুড়িরহাট চৌপথিতে এসে হাঠৎই দিনহাটার দিকে যেতে শুরু করেন মন্ত্রী নিশীথ প্রামাণিক। সেই সময় প্রায় ১০০ মিটার দূরে বলরামপুরের রাস্তায় জড়ো হয়ে তৃণমূল কর্মীরা তাঁকে কালো পতাকা দেখানোর চেষ্টা করেন। পুলিশ তাদের হঠিয়ে দেয়। এরপর মন্ত্রীর কনভয় বুড়িরহাট হয়ে বলরামপুরের দিকে যাওয়ার চেষ্টা করলে বুড়িরহাট বাজারের সামনে দুই পক্ষের মধ্যে সংঘর্ষ বেঁধে যায়। ঘটনার সামাল দিতে পুলিশ প্রথমে লাঠি চার্জ করে কিন্তু পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যাওয়ায় দিনহাটা থানা থেকে বিশাল পুলিশ বাহিনী এসে পরিস্থিতি সামাল দেয়।

এদিকে এই ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী অমিত শাহকে চিঠি লিখে বাংলায় ৩৫৬ ধারা জারি করার আর্জি জানিয়েছেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। বিরোধী দলনেতার এই আর্জির পরই রাজভবন থেকে কড়া ভাষায় বিবৃতি দেন রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোস। নিশীথ প্রামাণিকের সাথে ফোনে কথা বলার পর রাজ্যপাল বলেন, রাজ্যে কোনপ্রকার নৈরাজ্য বরদাস্ত করা হবে না। সমাজ বিরোধীদের বিরুদ্ধে কড়া পদক্ষেপ নেওয়া হবে। এছাড়া রাজ্যপাল ইতিমধ্যে রাজ্য সরকারের কাছ থেকে ২৫ ফেব্রুয়ারি নিশীথের কনভয়ে হামলার রিপোর্ট চেয়ে পাঠিয়েছেন।

২৬ফেব্রুয়ারি দুপুরে ভেটাগুড়িতে নিজের বাড়িতে ডাকা সাংবাদিক বৈঠকে নিশীথের নিশানায় ছিল পুলিশও। তাঁর অভিযোগ, পুলিশকে আগাম জানিয়ে আক্রান্ত দলীয় কর্মীর বাড়িতে যাচ্ছিলাম। তৃণমূল নয় পুলিশই প্রথমে আমাদের যেতে বাধা দেয়। পরে তৃণমূল হামলা চালায়। পুলিশ ওদের বাধা না দিয়ে আমার গাড়ির ওপরেই কাঁদানে গ্যাসের শেল ফাটায়। তিনি বলেন, তৃণমূল যে ভাবে বিজেপি নেতা-কর্মীদের বাড়ি ভাঙচুর করছে তার নিন্দা জানানোর ভাষা নেই। উত্তরবঙ্গের উন্নয়নমন্ত্রী উদয়ন গুহ বলেন, উনি মিথ্যা কথা বলেছেন। মাধ্যমিক পরীক্ষা চলাকালীন কনভয় নিয়ে যাওয়ায় পুলিশের উচিত ছিল উনাকে জেলে ঢোকানো।

পড়ুয়া ৩০-এর কম

৮,২০৭ টি স্কুলকে চিহ্নিত করেছে রাজ্য সরকার কোচবিহার জেলার ১৪৮টি স্কুল বন্ধের মুখে

কোচবিহার: স্কুলে ছাত্রছাত্রীদের সংখ্যা ৩০-এর কম। প্রথম ধাপে এই ধরনের প্রাইমারি, আপার প্রাইমারি ও হাইস্কুল মিলিয়ে ৮,২০৭ টি স্কুলকে চিহ্নিত করে, কেন পড়ুয়া কম তা জানতে চাইল রাজ্য সরকার।শুধু তাই নয় সূত্র মারফত জানা গেছে, এই স্কুলগুলিকে বন্ধ করে দেওয়ার চিন্তাভাবনাও করছে রাজ্য সরকার। এর মধ্যে কোচবিহার জেলার ১৪৮ টি স্কুল রয়েছে। এই স্কুলগুলির বেশিরভাগই হল আপার প্রাইমারি।

উল্লেখ্য, কয়েকদিন আগে কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি বিশ্বজিৎ বসু প্রশ্ন তুলেছিলেন যেখানে সরকারি স্কুলগুলিতে দিনদিন পড়ুয়াদের সংখ্যা কমে যাচ্ছে তখন সেখানে এত শিক্ষক নিয়োগের যৌক্তিকতা কোথায়। রাজ্য সরকারের এদিনের সিদ্ধান্ত বিচারপতির সেই প্রশ্নকেই স্বীকৃতি দিল বলে অভিমত শিক্ষক মহলের।

সূত্রের খবর ২৭ ফেব্রুয়ারি বিষয়টি নিয়ে শিক্ষা দপ্তরের সঙ্গে রাজ্যের সব জেলার প্রশাসন ও জেলা শিক্ষা দপ্তরের ভিডিও কনফারেন্স হয়। ওই বৈঠকে কোচবিহারের তরফ থেকে জেলা শাসক ছাড়াও অতিরিক্ত জেলাশাসক, কোচবিহার জেলা বিদ্যালয় পরিদর্শক(মাধ্যমিক) সমর চন্দ্র মণ্ডল, প্রাথমিক জেলা বিদ্যালয় পরিদর্শক কানাইলাল দে প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

কোচবিহার জেলায় মোট ৪২ টি মাধ্যমিক, ২০৮ টি উচ্চ মাধ্যমিক এবং ২৩ টি সরকার পোষিত মাদ্রাসা রয়েছে। এছাড়াও জেলায় ১,৮৫৩ টি প্রাথমিক স্কুল রয়েছে। ২০১১ সালে তৃণমূল সরকারে আসার পর জেলায় নতুন করে আরও ৩১০ টি আপার প্রাইমারি স্কুল চালু করে যদিও শিক্ষক-শিক্ষিকা ও পড়ুয়াদের অভাবে এর মধ্যে এর মধ্যে এখনও পর্যন্ত ৩০টির মত স্কুল চালু করা সম্ভব হয়নি। বাকি যেগুলি খোলা হয়েছে সেগুলির মধ্যে অধিকাংশ স্কুলেই পড়ুয়াদের সংখ্যা একেবারেই কম। তার মধ্যে অনেক স্কুল রয়েছে যেখানে পড়ুয়ার সংখ্যা ৩০-এর কম। এছাড়া জেলায় কিছু প্রাথমিক স্কুল রয়েছে সে গুলির অবস্থাও অনেকটা একইরকম। ফলে এই স্কুলগুলির খুলে রাখার যৌক্তিকতা নিয়ে দীর্ঘদিন ধরেই প্রশ্ন উঠছে। এই অবস্থায় এদিন একটি তালিকা প্রকাশ করে রাজ্য সরকার। এরমধ্যে কোচবিহার জেলার ১৪৮ টি, আলিপুরদুয়ার জেলার ১৬৫ টি স্কুল রয়েছে। এই তালিকায় কোচবিহার শহরের ৫ টি, কোচবিহার-১ ব্লকের ৯টি ও ২ ব্লকের ১৬ টি স্কুল রয়েছে। দিনহাটায় ২৭ টি, হলদিবাড়ির ২৫ টি, মাথাভাঙ্গার ১১ টি, মেখলিগঞ্জের ১১ টি, সিতাইয়ের ২ টি, শীতলকুচির ৫ টি ও তুফানগঞ্জের ৩৭ টি স্কুলকে এই তালিকায় রাখা হয়েছে। আগামীতে অবস্থার পরিবর্তন না হলে এই স্কুলগুলি বন্ধ হবে বলে মনে করছে জেলার শিক্ষা মহল।

উত্তরবঙ্গের প্রথম ইফিয়াপ গোল্ড আলোকচিত্রী কোচবিহারের দূর্বা

পার্থ নিয়োগী: ভাগ্যিস সেদিন ঘুরতে গিয়েছিল সে। নইলে হয়ত আমরা আলোকচিত্রী দূর্বা মজুমদারকে পেতাম না। পেশায় প্রাথমিক শিক্ষিকা দূর্বার গানের গলাও বেশ। সঙ্গীতশিল্পী হিসেবে বেশ সুনাম অর্জন করেছিলেন। কলকাতা প্রেসক্লাবে প্রকাশ পেয়েছিল তাঁর গানের অ্যালবাম। বিখ্যাত সঙ্গীতশিল্পী সিধুর সাথে গেয়েছেন ডুয়েট। বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ার সময় মোবাইলে টুকটাক বন্ধুদের ছবি তুলতেন সখে। ২০১৬ সালের মাঝামাঝিতে হঠাৎ সখে একটা ডিএসএলআর ক্যামেরা কেনে সে। কে জানত এই ক্যামেরাই তাকে এক অন্য পরিচিতি দেবে? ২০১৭ এর জানুয়ারিতে লালঝামেলায় ঘুরতে গিয়েছিল সে। সাথে সেই ক্যামেরা নিয়েছিলেন ছবি তোলার জন্য। সেখানে এক দাদা তাঁর ছবির প্রশংসা করে বলেন সাগর দিঘির পাড়ে তাদের ফোটোগ্রাফি ক্লাবে আসতে। এরপর ২০১৭ সালের ১ লা ফেব্রুয়ারি সরস্বতী পূজোর দিন প্রতিবারের মত সেবারও স্টেট ব্যাংকের ফোটোগ্রাফির প্রদর্শনীতে মায়ের সাথে দূর্বা সেখানে যায়।

সেখানে সে পরিচিত হয় ক্লাবের সম্পাদক সুব্রত দাসের সাথে। এরপর থেকে নিয়মিত না হলেও মাঝেমধ্যেই ফোটোগ্রাফিক অ্যাসোশিয়েশন অফ কোচবিহার ক্লাবে যাতায়াত শুরু করে সে। ক্লাবের ফোটোগ্রাফি নিয়ে অনুষ্ঠানগুলিতে নিয়মিত অংশ নিতে শুরু করে সে। এরই মাঝে সুব্রতবাবু ক্লাবে একদিন সদস্যদের নিয়ে স্টিল লাইফ ফটোগ্রাফির ওপর ক্লাস নেন। সেখানে অংশ নেয় দূর্বাও। আর সেদিন থেকেই ফোটোগ্রাফির এক নতুন জার্নি যেন শুরু হয় তাঁর। এই সময় থেকে সে ফোটোগ্রাফির সমুদ্রে একপ্রকার ডুব দেয়। ধ্যানজ্ঞান হয়ে ওঠে ফোটোগ্রাফি। বর্তমানে স্টিল লাইফ থেকে মডেল ফোটোগ্রাফি সবেতেই তাঁর সমান বিচরণ। ফোটোগ্রাফির ক্ষেত্রে ফেডারেশন অব ইন্ডিয়ান ফটোগ্রাফি (ফিপ) এবং দ্য ইন্টারন্যাশনাল ফেডারেশন অফ ফোটোগ্রাফিক আর্ট (ফিয়াপ) (লুক্সেমবার্গ) -এর নির্দেশিকা মেনে সে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক স্তরের বিভিন্ন ফোটোগ্রাফি প্রতিযোগিতায় নেমে শতাধিক দেশে পেয়েছেন সাফল্য। স্পেনে আন্তর্জাতিক ফোটোগ্রাফি প্রতিযোগিতায় স্টিল লাইফে ফিয়াপ গোল্ড পাওয়া তাঁর এক বড় প্রাপ্তি। এবছর উত্তরবঙ্গের একমাত্র প্রথম "এক্সিলেন্স ফিয়াপ গোল্ড" বা "ইফিয়াপ/গোল্ড" শিরোপা পাওয়া ফোটোগ্রাফার আজ সে। এখানেই তাঁর সাফল্য থেমে নেই। রোমানিয়ায় এখনও পর্যন্ত পরপর তিনবার সামগ্রিকভাবে বেস্ট এন্ট্রান্ট ও কানাডাতে একবার বেস্ট পারফরমার হয় সে। তাঁর সাফল্যের ঝুলিতে আছে দেশ ও বিদেশের প্রায় ৪০০ টি পুরস্কার, যার মধ্যে সেরা ১০ টি হল বেস্ট এন্ট্রান্ট এবং ২০টি হল বেস্ট ফিমেল এন্ট্রান্ট পুরস্কার। সেইসাথে আগামীতে ফিয়াপ ডায়মন্ড অর্জনের লক্ষে নীরবে এগিয়ে চলেছে দূর্বা।

জাতীয় বিজ্ঞান দিবস রাজ্যে দ্বিতীয় কোচবিহারের জয়িতা দেবনাথ

কোচবিহার: ওয়েস্ট বেঙ্গল স্টেট সায়েন্স অ্যান্ড টেকনোলজি কংগ্রেসের উদ্যোগে অনুষ্ঠিত জাতীয় বিজ্ঞান দিবসে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করল কোচবিহার। করোনার পর এবারই কলকাতার সায়েন্স সিটিতে জাতীয় বিজ্ঞান দিবস পালন করা হয়। কলকাতায় মডেল ও পোস্টার কম্পিটিশনে রাজ্যে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করে কোচবিহারের পুন্ডিবাড়ি জিডিএল বালিকা বিদ্যালয়ের নবম শ্রেণীর ছাত্রী জয়িতা দেবনাথ।

জয়িতার গাইড তথা বিদ্যালয়ের শিক্ষিকা আরাধনা আচার্য জানান, জয়িতার প্রজেক্টের বিষয় ছিল পাট পচানো জলাশয়ের বাস্তুতন্ত্র ও জীব কল্যাণ। তিনি বলেন, পাট পচাবার পর সেই জল থেকে দুর্গন্ধ ছড়ায়। মশা-মাছি সেই জলে ডিম পাড়ে। সেই পচা জলটাকে কী ভাবে ব্যবহার করা যায় সেই বিষয়টিই তুলে ধরে জয়িতা। তিনি বলেন, সেই জল জৈব সার হিসেবে ব্যবহার করে ভালো ফল পাওয়া গিয়েছে। পাশাপাশি বিশ্বে লোকসংখ্যা যে ভাবে বাড়ছে তাতে খাদ্য সংকট হবেই। তাই সেক্ষেত্রে পাট পচাবার পর জলাশয়গুলিকে যদি চাষ-আবাদের কাজে ব্যবহার করা যায় তাহলে এই সংকট অনেকটাই মিটবে। এই বিষয় গুলিই তার প্রজেক্টে তুলে ধরে জয়িতা।

জয়িতা বর্তমানে কোচবিহার-২ ব্লকের পুন্ডিবাড়ির বাসিন্দা। বাড়ি রামঠ্যাঙ্গায় হলেও বর্তমানে পড়াশোনার জন্য সে পুন্ডিবাড়িতে তার মামার বাড়িতে থাকে। বরাবরই বিজ্ঞানের বিভিন্ন বিষয়ে তার ভীষণ আগ্রহ। এর আগেও সে গুজরাটে শিশু বিজ্ঞান কংগ্রেসের জাতীয় পর্যায় অংশগ্রহণ করেছিল। বিদ্যালয় সূত্রের খবর, এই অনুষ্ঠানে কোচবিহারের দুই শিশু বিজ্ঞানী অংশগ্রহণ করেছিল। জয়িতার এই সাফল্যে খুশি স্কুলের প্রধান শিক্ষিকা সহ সমস্ত শিক্ষিকারা।

দিনহাটায় দাঁড়িয়ে তৃণমূলকে হুঁশিয়ারি সুকান্তর

দিনহাটা: ২৮ ফেব্রুয়ারি সকালে নিউ কোচবিহার স্টেশনে নেমে দিনহাটার বামনহাট-২ গ্রাম পঞ্চায়েতের দক্ষিণ কালমাটি গ্রামে গিয়ে আক্রান্ত কর্মী পরিমল বর্মনের পরিবারের সঙ্গে দেখা করলেন বিজেপি-র রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদার। পরিমল বর্মনের বাড়িতে দাঁড়িয়ে তৃণমূল কংগ্রেসকে হুঁশিয়ারি দিয়ে তিনি বলেন, বিজেপি কর্মীদের ওপর হামলা হচ্ছে, দেশের স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রীর ওপর হামলা হচ্ছে অথচ পুলিশ বিজেপি কর্মীদেরই গ্রেপ্তার করছে।

উত্তরবঙ্গের উন্নয়নমন্ত্রী উদয়নগুহ সহ তৃণমূল নেতাদের উদ্দেশ্যে তিনি হুঁশিয়ারি বলেন, এখনও সময় আছে শুধরে যান। না হলে এমন ব্যবস্থা নেব যে পালানোর সময় পাবেন না। পুলিশকে তীব্র ভাষায় আক্রমণ করে সুকান্ত বলেন, তৃণমূলের এখানে একটি মোর্চা আছে যার নাম পুলিশ মোর্চা। এখানকার পুলিশের যা অবস্থা তাতে তৃণমূল নেতাদের বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থা নেওয়ার ক্ষমতা তাদের নেই।

এদিকে দক্ষিণ কালমাটিতে ভেঙে দেওয়া কৃষ্ণকান্ত বর্মনের বাড়িতে গিয়ে প্রতিশ্রুতি মত তার ঘর নির্মাণের সূচনা করে বলেন, দিনহাটার যেখানেই বিজেপি কর্মীরা তৃণমূল কর্মীদের দ্বারা আক্রান্ত হবেন সেখানেই আমরা তাদের পাশে থাকব।

সূত্র মারফত জানা গেছে, পঞ্চায়েত ভোটের আগে নিশীথ প্রামাণিকের কণভয়ে হামলার ঘটনায় স্বস্তিতে নেই তৃণমূল। যদিও দল তা প্রকাশ্যে আনছে না। রাজ্যের একজন মন্ত্রীর নাম এই ঘটনায় জড়িয়ে যাওয়ায় বিষয়টি খাটো করে দেখছে না শাসক দল। তৃণমূল সূত্রের খবর, উত্তরবঙ্গ উন্নয়নমন্ত্রী উদয়ন গুহর কাছে রাজ্য নেতৃত্বের পক্ষ থেকে এ ব্যাপারে খোঁজ নেওয়া হয়েছে। শাসক দলের অভিমত, ঘটনা অতিরঞ্জিত করে পঞ্চায়েত ভোটের আগে ফায়দা তোলার চেষ্টা করছে বিজেপি। তাই এ ধরনের ঘটনা থেকে উদয়ন গুহকে দূরে থাকার পরামর্শ দিয়েছে দলের রাজ্য নেতৃত্ব। এ ব্যাপারে উদয়ন গুহ বলেন, রাজ্য নেতৃত্বের সঙ্গে আমার কথা হয়েছে। তাঁরা আমার কাছ থেকে পুরো ঘটনা শুনেছেন।

বায়োমেট্রিকের সমস্যা দূর করতে উত্তরেও রেশন সামগ্রী বিতরণে আইরিশ স্ক্যানার

কোচবিহার: অবশেষে আইরিশ স্ক্যানারে চোখ রেখে রেশনের খাদ্যসামগ্রী নিলেন উত্তরের বহু গ্রাহক। আর উত্তরের সব জেলা থেকে প্রথম দিনেই ভালো সাড়া পাওয়া গেছে।

বায়োমেট্রিক আঙুলের ছাপ না মেলায় যে সমস্ত গ্রাহকদের রেশন পেতে সমস্যা হচ্ছে তাঁদের জন্য এবার থেকে আইরিশ স্ক্যানার বসানোর কাজ শুরু হল। উল্লেখ্য, এবার উত্তরবঙ্গের জেলাগুলিতেও আইরিশ স্ক্যানারের পাইলট প্রজেক্টের কাজ শুরু হল।

বলাবাহুল্য, গত বছরের শেষ দিকে রেশন দোকানগুলিতে আইরিশ স্ক্যানার বসানোর কাজ শুরু করে রাজ্য খাদ্য দপ্তর। এরপর একটি এজেন্সিকে সেই দায়িত্ব দেওয়া হয়। অবশেষে চলতি মাস থেকে আইরিশ স্ক্যানারের সাহায্যে খাদ্য সামগ্রী দেওয়া শুরু হল। এখন দেখার সমস্যা ঠিক কতটা মেটে। এখন থেকে রেশন নেওয়ার সময় যাঁদের আঙুলের ছাপ মিলবে না তাঁদের চোখে আইরিশ স্ক্যানার দিয়ে বায়োমেট্রিক মিলিয়ে খাদ্য সামগ্রী দেওয়া হবে। কোচবিহার জেলার প্রত্যেকটিতে একটি করে আইরিশ স্ক্যানার বসানো হয়েছে।

রাজ্যে বর্তমানে ২১ হাজার রেশন দোকান রয়েছে। রেশন কার্ডের সঙ্গে আধার কার্ড লিঙ্ক হয়ে যাওয়ার পর বায়োমেট্রিকে আঙুলের ছাপ মিলিয়ে রেশনে সামগ্রী দেওয়া হয় গ্রাহকদের। এর ফলে সমস্যায় পড়েছেন কয়েক হাজার গ্রাহক। কারণ প্রবীণ বিশেষত যারা হাত দিয়ে বেশি কাজ করেন তাঁদের বেশি সমস্যা হচ্ছে। কারণ বেশিরভাগ ক্ষেত্রে বায়োমেট্রিকে তাঁদের আঙুলের ছাপ মিলছে না। আধার কার্ড তৈরির সময় যেহেতু চোখের আইরিশ এবং আঙুলের বায়োমেট্রিক নেওয়া হয় সেহেতু বিকল্প হিসেবে আইরিশ মিলে গেলেই সামগ্রী দেবেন রেশন ডিলার। এক্ষেত্রে রাজ্যের ২১ হাজার রেশন ডিলারকে আইরিশ স্ক্যানার দিতে হবে খাদ্য দপ্তরকে।

রাজ্যের খাদ্যমন্ত্রী রথীন ঘোষ বলেন, প্রথম ধাপে সমস্ত জেলায় পাঁচটি করে দোকান চিহ্নিত করে প্রকল্পটি চালু করা হল। স্ক্যানার কীরকম কাজ করছে কোন সমস্যা হচ্ছে কিনা সেই সমস্ত রিপোর্ট আগামী কয়েকমাস দেখা হবে। তারপর ধাপে ধাপে সমস্ত দোকানেই স্ক্যানার বসবে।

সিতাই হয়ে দিনহাটা-শিলিগুড়ি রুটে চালু হল সরকারি বাস

পার্থ নিয়োগী: গত ৫ মার্চ দিনহাটা থেকে সিতাই হয়ে শিলিগুড়ি অবদি উত্তরবঙ্গ রাষ্ট্রীয় পরিবহণ সংস্থার সরকারি বাস পরিষেবার উদ্বোধন করলেন সংস্থার চেয়ারম্যান পার্থপ্রতিম রায়। দিনহাটার কৃষিমেলার উত্তরবঙ্গ রাষ্ট্রীয় পরিবহণ সংস্থার ডিপো থেকে পাশে সিতাইয়ের বিধায়ক জগদীশ বর্মাবসুনিয়াকে নিয়ে সবুজ পতাকা নেরে এই বাস চলাচলের সূচনা করা হয়। এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন সংস্থার ডিভিশনাল ম্যানেজার দেবপ্রসাদ বিশ্বাস। উত্তরবঙ্গ রাষ্ট্রীয় পরিবহণ সংস্থার চেয়ারম্যান পার্থপ্রতিম রায় বলেন, ‘সিতাইকে সরকারি বাস পরিষেবায় যুক্ত করার দাবি অনেকদিনের। সিতাই হয়ে আরও বাস চালানোর পরিকল্পনা আমাদের রয়েছে। দিনহাটা, সিতাই হয়ে শিলিগুড়ি পর্যন্ত দুটি বাসের সূচনা তারই প্রথম পদক্ষেপ। আগামীতে সিতাই দিনহাটা হয়ে তুফানগঞ্জ পর্যন্ত বাস চালানোর পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। সেই সঙ্গে দিনহাটা থেকে সিতাই পর্যন্ত বেশ কিছু ছোট গাড়ি ঘনঘন চালানোর

পরিকল্পনা রয়েছে। উত্তরবঙ্গের ৪০ টিরও বেশি রুটে বাস চালানোর পরিকল্পনা রয়েছে’। এইদিন সিতাইয়ের বিধায়ক জগদীশ বর্মাবসুনিয়া বলেন, ‘দিনহাটা, সিতাই হয়ে শিলিগুড়ি পর্যন্ত সরকারি বাস চালানোর দাবি দীর্ঘদিনের। অবশেষে এই দাবি পূরণ হওয়ায় সাধারণ মানুষ এবং সিতাইয়ের ব্যবসায়ীরা উপকৃত হবে’। দিনহাটা ডিপো সূত্রে জানা গেছে প্রতিদিন সকাল ৫ টা ও ৬ টার সময় দিনহাটা থেকে সিতাই হয়ে শিলিগুড়ি অভিমুখে বাস দুটি ছাড়বে। আবার বিকেল ৩ টা ও ৩ টা ৩০ মিনিটে সিতাই হয়ে দিনহাটায় এসে পৌঁছবে।

পানীয় জল প্রকল্পে কোচবিহার পুরসভার জন্য বরাদ্দ ১৭ কোটি টাকা

বিশেষ সংবাদদাতা: তোর্ষা নদী থেকে জল এনে তা পরিশ্রুত করে শহরের পানীয় জল প্রকল্পের পরিষেবা চালু হলেও কিছু জায়গায় পাইপ লাইন না বসানোর ফলে সমস্ত শহরে এই পরিষেবা এখনও চালু হয়নি। ইতিমধ্যে শহরের ১৫৫ কিমি পাইপ লাইন বসানো হলেও বাকি আছে এখনও ৩৯ কিলোমিটার পাইপ লাইন বসানোর কাজ। গত বছর কোচবিহার পুরসভার পুরপতি পদে বসার পর থেকেই বাকি থাকা ৩৯ কিলোমিটার পাইপ লাইন বসাবার ব্যাপারে উদ্যোগী হন বর্তমান পুরপতি রবীন্দ্রনাথ ঘোষ। এর জন্য রাজ্যের কাছে দরবারকে বর্তমান পুরবোর্ড। আর তাঁর অনুমোদন সম্প্রতি পেয়েছে কোচবিহার পুরসভা। এই প্রসঙ্গে পুরপতি রবীন্দ্রনাথ ঘোষ জানান, ‘আমরা এই বাকি ৩৯ কিমি পাইপ লাইন বসাবার অনুমোদন পেয়েছি। খুব শীঘ্রই টেন্ডার হতে যাচ্ছে। মিউনিসিপ্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং ডিপার্টমেন্ট টেন্ডার করবে। কোচবিহার পুরসভার তত্ত্বাবধানে মিউনিসিপ্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং ডিপার্টমেন্ট এই কাজ করবে’। পাইপ বসাবার জন্য ১১ কোটি টাকা এবং প্রায় ৮০০০ বাড়িতে সংযোগ দেবার জন্য সাড়ে ৬ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে। এই ৩৯ কিলোমিটার পাইপ লাইন বসলে শহরের পানীয় জল সমস্যার অনেকটাই সমাধান হয়ে যাবে বলে শহরবাসীর মনে করে। এদিন পুরপতি রবীন্দ্রনাথ ঘোষ আরও জানান যে ‘৫৫০ টি শৌচাগারের অনুমোদন আমরা পেয়েছি। যারা আবেদন জমা দেবে তাদের বাড়িতে সম্পূর্ণ বিনা পয়সায় আমরা এই শৌচাগার করে দেব। আর মার্চ মাসের মধ্যেই এই আবেদন করতে হবে’। শহরের যেসব এলাকায় রাস্তায় আলো নেই। সেসব জায়গায় আলো লাগানোর জন্য ৩০ লক্ষ টাকা গ্রিন সিটি মিশন থেকে পেয়েছে কোচবিহার পুরসভা। পরে আরও ৬০ লক্ষ টাকা তারা দেবে। রবিবাবু জানান যে ‘এই কাজেরও টেন্ডার আমরা করে দিয়েছি’।

Vol: 27, Issue: 5, 10 March - 23 March, 2023

মালদার গাজোলে আদিবাসি অঞ্চলে শিক্ষার প্রসারে আমরা অনন্যা

বিশেষ সংবাদদাতা: ২০১৬ সালে পথ চলা শুরু করেছিল মালদার গাজোলের আমরা অনন্যা সংস্থা। উত্তর মালদার গাজোল প্রধানত আদিবাসি অধ্যুষিত। সেখানকার দুর্গাপুরে আদিবাসিদের শিক্ষার প্রসারে কাজ করে চলেছে এই সংস্থা। সংস্থার প্রাথমিক উদ্দেশ্য ছিল শিশুদের স্বাক্ষর করে তোলা এবং তার পাশাপাশি স্কুলছুট আটকানো। তবে তাদের শুরুর পথটা খুব একটা সহজ ছিল না, ছিল না মাথার ওপর ছাদ। ফলে বর্ষা বা অন্যান্য প্রাকৃতিক দুর্যোগের সময় পাশের কারও বাড়ির বারান্দায় তাদের আশ্রয় নিতে হত। এই প্রতিকূলতা নিয়েই চলছিল স্কুল। এই দেখে এগিয়ে এলেন গ্রামেরই মদন মুদি, সদন মুদি, বিলাতু মুদির মত গ্রামবাসীরা। গ্রামের ছেলে মেয়েদের শিক্ষার কথা ভেবে নিজেরাই স্বেচ্ছায় এগিয়ে এসে জমি দান করলেন স্কুলের জন্য। তাদের দান করা দেড় কাঠা জমিতেই তৈরি হয়েছে স্কুলের নতুন ঘর। তারা নিজেরা নিরক্ষর। দিনমজুরির কাজ করে কোনক্রমে চলে দিন। জমিজমাও তাদের খুব একটা বেশি নেই। তবুও গ্রামের শিশুদের কথা ভেবে স্কুলের জন্য তারা হাসিমুখে জমি দান করেছেন। আর এই স্কুলে শুধু পড়াশোনাই নয়। তাঁর পাশাপাশি খেলাধুলো, ব্যায়াম, নাচ, গান, আকার ব্যবস্থাও করেছে 'আমরা অনন্যা' সংস্থার সদস্যরা। এই প্রসঙ্গে আমরা অনন্যা সংস্থার অন্যতম উদ্যোক্তা তথা শিক্ষিকা সুদীপ্তা সরকার বললেন, 'আমাদের আবেদনে মদনবাবু এক কথায় দেড় কাঠা জমি দান করলেন। আর স্কুলের ঘর তৈরির জন্য এগিয়ে এলেন বিশিষ্ট শিল্পপতি বিধানচন্দ্র রায়, রাজেন্দ্র জৈন, রাজারাম চৌধুরীর মত হৃদয়বান মানুষ'। সেইসাথে শিক্ষিকা সুদীপ্তা সরকার জানান, অনেকেই স্কুলে ভর্তি ফি দিতে পারে না। সংস্থার তরফেই ভর্তি ফি দিয়ে তাদের স্কুলে ভর্তির ব্যবস্থা করা হয়। নিজেদের সংস্থার টাকাতেই স্কুলের শিক্ষার জন্য বেশ কয়েকজন শিক্ষক রেখেছে তারা। তবে এরসাথে সুদীপ্তাদেবীর আবেদন সরকারের কাছে যদি আদিবাসি উন্নয়ন দপ্তরের তরফে তাদের কোনভাবে সহযোগিতা করা যায়। তবে আদিবাসি অধ্যুষিত এই গ্রামে তারা শিক্ষার প্রসারের জন্য আরও বেশি কাজ করতে পারবে'।

আইইডিতে নারী দিবস উদযাপন ও উদার আকাশ পত্রিকার পাঠ উন্মোচন

বিশেষ সংবাদদাতা: প্রযুক্তি ও উদ্ভাবন আনবে সমতায়ন এই মন্ত্রকে প্রতিপাদ্য করে গত সোমবার, ৬ মার্চ ২০২৩ এ বাংলাদেশের রাজধানী ঢাকার বুকে একত্রিত হয়েছিল একঝাঁক সাহিত্যপ্রেমী মুক্তমনা সুহৃদেরা। মূলত, আগামী ৮ মার্চ আন্তর্জাতিক নারী দিবসকে সামনে রেখে ইন্সটিটিউট অব এনভায়রনমেন্ট (আইইডি) আয়োজিত হয়েছিল এই নারী=পুরুষ এর এক প্রাণবন্ত সম্মেলন। আলোচনার ফুলঝুরি, সংগীতের মূর্ছনা, বাঁশির রাগ আর ঢোলকের জয়ধ্বনিতে অনুষ্ঠানটি মুখরিত ছিল এক অনবদ্য আমেজে।

অনুষ্ঠানটির প্রাণবন্ত সঞ্চালনায় ছিলেন আইইডির সম্মানিত সমন্বয়কারী সঞ্চিত তালুকদার মহাশয়। আলোচনায় সরব হয়ে উঠেছিলেন সাবেক সচিব ও কবি হুমায়ুন কবির (অর্ণব আশিক), প্রশিকার সম্মানিত চেয়ারম্যান ও কবি রোকেয়া ইসলাম, কমওউনিটি অব অনকোলজি ফাউন্ডেশন অব বাংলাদেশ এর সাধারণ সম্পাদক মাহবুব শওকত, বাংলাদেশ ওয়েলফেয়ার ফাউন্ডেশনের নির্বাহী সভাপতি মুস্তারি বেগম, মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তরের সাবেক উপ পরিচালক ও লেখক মিনা মাশরাফি, শান্তি উন্নয়ণ কর্মী তন্দ্রা বড়ুয়া, ভারতীয় হাই কমিশনের কর্মকর্তা সাথী সাহা, কবি আব্দুর রাজ্জাক, শিক্ষক ও সাংস্কৃতিক সংগঠক মকবুল হোসেন প্রমুখ।

সময় ব্যাপী গড়িয়ে চলা এই আয়োজন ছিল বহতা নদীর মতই কলতানে মুখরিত। মুস্তারি বেগম ও তন্দ্রা বড়ুয়ার কণ্ঠে তোলা তাল আর লয়ের ছন্দ সবাইকে ভাসিয়ে নিয়েছিল কোন এক মায়াবী জগতে। কবিতার ছন্দমালায় ছন্দ সাজিয়ে এক হৃদয়গ্রাহী পরিবেশ তৈরী করে নেন একে একে মিনা মাশরাফি, মাহবুব শওকত ও কবিতা কোস্তা।

অনুষ্ঠানের এক পর্যায়ে পশ্চিমবঙ্গের অত্যন্ত জনপ্রিয় পত্রিকা "উদার আকাশ" এর পাঠ উন্মোচন পর্ব সমপন্ন করা হয়। উল্লেখ্য, ফারুক আহমেদ-এর সম্পাদনা আন্তর্জাতিক কলকাতা বইমেলা সংখ্যা ১৪২৯ "উদার আকাশ" পত্রিকাটি ইতিমধ্যে দুই বাংলার পাঠক সমাজের কাছে দারুণ ভাবে জনপ্রিয় এবং সমাদৃত হয়ে উঠেছে। অন্যান্য বারের মত এবারেও এই পত্রিকার সংখ্যায় কুশলী কলম ধরেছেন দুই বাংলার এক ঝাঁক নবীন প্রবীন কলমযোদ্ধারা। পত্রিকার পাঠ উন্মোচন পর্বে, এতে প্রকাশিত নিজ নিজ কবিতা পাঠ করেন লেখকেরা। সেই সাথে পত্রিকাটির অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলো অত্যন্ত সুন্দরভাবে তুলে ধরেন। এই পর্যায়ে পত্রিকাটির সাফল্যমন্ডিত জয়যাত্রা সহ বাংলাদেশে এর বহুল প্রচার কামনা করা হয়। উভয় বঙ্গের মানুষের ভালবাসা অর্জন করেছে ইতিমধ্যেই "উদার আকাশ" পত্রিকার বিশেষ সংখ্যা ও "উদার আকাশ" প্রকাশনা সংস্থার বেশ কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ গবেষণা গ্রন্থ।

গান, গল্প, কবিতা আয়োজনের পাশাপাশি স্বাদের মাতোয়ারায় আমোদিত হয় এই আয়োজন। মৌসুমী ফলের রসালো স্বাদ আর গরম চায়ের পেয়ালায় ধোঁয়ার আপ্যায়নে সিক্ত হন উপস্থিত সকল আমন্ত্রিত অতিথিবৃন্দ। পরিশেষে, মকবুল হোসেন সাহেবের বাঁশির সুললিত সুর এবং নরেন্দ্রনাথ সিংহের ঢোলকের বিদায়ী তালে এই প্রাণোচ্ছল কলতানের বিদায়ী ছন্দ সাজিয়ে নেওয়া হয়।

শিক্ষার প্রসারে টোটোচালক ধ্রুব

নিজস্ব সংবাদদাতা, মালদা: কথায় আছে জ্ঞান বিতরণে কমে না, বরং আরো বৃদ্ধি পায়। তাই নিজের যতটুকু জ্ঞান রয়েছে পাড়ার খুদেদের মধ্যে বিতরণ করে চলেছেন টোটোচালক ধ্রুব। আর্থিক অনটনের জন্য নিজে পড়াশোনা চালিয়ে যেতে পারেনি। তাতে কি হয়েছে, এখন একটু স্বনির্ভর হতেই পাড়ার খুদেদের বিনামূল্যে পড়াচ্ছেন ধ্রুব দাস। গত একবছর ধরে নিয়মিত সকালে পাড়ার প্রায় পঞ্চাশ জনকে পড়াচ্ছে।

বিনামূল্যে দাদার টিউশন। এখন ব্যাপক সাড়া ফেলেছে এলাকার খুদেদের মধ্যে। মালদা শহরের ২৩ নম্বর ওয়ার্ডের ডিজেল সেড কলোনী। এখানের প্রতিটি পরিবার নিম্নবিত্ত। শ্রমিকের কাজ করে সংসার চলে প্রতিটি পরিবারের। তাঁদের পক্ষে বাচ্চাদের নিয়মিত গাইড করা সম্ভব নয়। এমনি পরিবারের ছেলে ধ্রুব দাস। পরিবারের আর্থিক অনটনের কারণে উচ্চমাধ্যমিকের পর আর পড়া হয়নি। পড়াশোনা ছেড়ে বাধ্য হয়ে টোটো চালানো শুরু করে। এখন নিয়মিত টোটো চালায় মালদা শহরে। তবে বর্তমান যুগে উচ্চ শিক্ষার প্রয়োজন। এই নিয়ে অনুশোচনা হয় ধ্রুব-র। নিজে পড়তে পারেনি, তবে ধ্রুব চায় না তার মত পাড়ার কারো সমস্যা হোক। তাই গত এক বছর ধরে পাড়ার প্রতিটি শিশু থেকে কিশোর -কিশোরীদের পড়াচ্ছে। পাড়ার একটি ক্লাবের ঘরে সকাল সাতটা থেকে নয়টা পর্যন্ত পড়িয়ে নিজের কাজে যায়।

পড়ার প্রত্যেকেই স্কুলে পড়ে। সরকারি স্কুলে বিভিন্ন সুযোগ সুবিধা থেকে মিড- ডে মিল পর্যন্ত পায়। তবে পরিবারের পক্ষ থেকে কোন সাহায্য পায় না। কারণ বাড়ির অভিভাবকেরা নিজের কাজে ব্যস্ত থাকে। আর্থিক সমস্যা থাকায় টিউশন পড়াতে পারে না। তাই ধ্রুব-র এমন উদ্যোগ। নিয়মিত সকালে পড়ানোর পাশাপাশি স্কুলের সমস্যা থেকে বিভিন্ন সমস্যা শোনে ধ্রুব। নিয়মিত গাইড করাই মূল উদ্দেশ্য। কারণ ধ্রুব চায় পাড়ার সকলেই উচ্চ শিক্ষিত হয়ে উঠুক। তার মত কেউ যেন আর্থিক বা গাইডের অভাবে পড়াশোনা না ছাড়ে, সেটাই মূল লক্ষ্য।

শিক্ষাকেন্দ্রে স্যানিটেশন ও জলের কাজ

পার্থ নিয়োগী: গত ২৮ ফেব্রুয়ারি কোচবিহার জেলা পরিষদের মিটিং হলে জনস্বাস্থ্য স্থায়ী সমিতির সভায় সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় যে কোচবিহার জেলার বিভিন্ন শিক্ষাকেন্দ্রে নতুন করে স্যানিটেশন ও জলের কাজ করা হবে। আর এই কাজের খরচ ধরা হয় ১২ কোটি টাকা। এই প্রসঙ্গে কোচবিহার জেলা পরিষদের জনস্বাস্থ্য কর্মাধ্যক্ষা শুচিস্মিতা দেবশর্মা বলেন, '১২ কোটি টাকার মধ্যে ৬ কোটি টাকা জলের জন্য আর বাকি ৬ কোটি টাকা স্যানিটেশনের জন্য খরচ করা হবে। ২০২৩-২৪ আর্থিক বর্ষে এই কাজ করা হবে'।

ভালো ফলনের আশায় মালদার আম চাষীরা

নিজস্ব সংবাদদাতা মালদা: ফলের রাজা বলা হয় আমকে। ফজলি হোক কিংবা হিমসাগর বিভিন্ন প্রজাতির আম রয়েছে। সমস্ত প্রজাতির আমের চাহিদা রয়েছে রাজ্য ছড়িয়ে দেশ বিদেশেও। গোটা ভারতবর্ষে আম পাওয়া গেলেও পশ্চিমবঙ্গে আমের চাহিদা তুলনামূলকভাবে অনেক বেশি। তার মধ্যে প্রায় ৭০ শতাংশ আম উৎপাদন হয় কেবলমাত্র মালদাতেই। জেলার অর্থনীতির একটা বড় অংশ নির্ভর করে আমের ওপর। এবছর আগাম গাছে দেখা দিয়েছে আমের মুকুল। ফলে জামাইষষ্ঠীতে আম কিনতে আর নাজেহাল হতে হবে না জামাইদের। জামাইষষ্ঠীতেই মিলবে মালদার জগৎবিখ্যাত বিভিন্ন প্রজাতির আম। বুধবার সাহাপুর এলাকায় সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে মালদা ম্যাংগো মার্চেন্ট অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি উজ্জ্বল সাহা জানান, এবছর আবহাওয়া এখনো পর্যন্ত আমের জন্য অনুকূল।

প্রায় সাড়ে ৩১ হাজার হেক্টর জমিতে আম চাষ হয়েছে। প্রায় চার লক্ষ মেট্রিক টন আম উৎপাদন হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। সারা ভারতবর্ষে যা উৎপাদন হয় তার মধ্যে পশ্চিমবঙ্গ অন্যতম। তার মধ্যে প্রায় ৭০ শতাংশ আম উৎপাদন হয় মালদাতেই। এবছর আগাম মুকুল দেখা দিয়েছে। ফলে আবহাওয়া অনুকূল থাকলে? জামাইষষ্ঠীতেই আমের স্বাদ নিতে পারবেন জামাইরা।

সরকারি প্রকল্পের শিলান্যাস-এ এসে স্থানীয়দের সঙ্গে বচসায় জড়ালেন সেচমন্ত্রী

কোচবিহার: সরকারি প্রকল্পের শিলান্যাসে এসে স্থানীয়দের সঙ্গে বচসায় জড়ালেন সেচমন্ত্রী পার্থ ভৌমিক। মন্ত্রী চলে যেতেই উধাও সরকারি ব্যানার ও পোস্টার। এই ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে সংশ্লিষ্ট এলাকায়। শাসকদলকে খোঁচা দিতে ছাড়েনি বিজেপি। শনিবার সকালে কোচবিহার জেলার তুফানগঞ্জের নাজিরান দেওতিখাতা এলাকার ঘটনা। জানা যায়, শনিবার সকালে আলিপুর জেলা সেচ দপ্তরের উদ্যোগে, আলিপুর জেলার ভলকা গ্রাম পঞ্চায়েত হয়ে কোচবিহার জেলার রামপুর-১ নং গ্রাম পঞ্চায়েতের নাজিরান দেওতিখাতা পর্যন্ত চাষের জমির উপর ক্যানেল প্রকল্পের শিলান্যাস-এ আসেন রাজ্যের সেচ মন্ত্রী পার্থ ভৌমিক, তুফানগঞ্জ-২ নং ব্লক বিডিও প্রসেনজিৎ কুণ্ডু সহ অন্যান্য প্রাসনিক কর্তারা। ঠিক সে সময় স্থানীয়দের সঙ্গে বচসায় জড়ালেন মন্ত্রী। স্থানীয়দের ধমক দিতে শোনা যায় তৃণমূল নেতাও কর্মীদের। ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়ায় এলাকায়, মন্ত্রী চলে যেতেই উধাও শিলান্যাসের ব্যানার ও পোস্টার।

সম্পাদকীয়

মানবিক পুলিশ

না খেলে, না ঘুমালে কিংবা দুষ্টুমি করলেই সেই কোন ছোট্টবেলা থেকে আমাদের সমাজের শিশুদের ভয় দেখান হয় যে বড়দের কথা না শুনলে পুলিশ এসে ধরে নিয়ে যাবে। তাহলেই বুঝুন যেখানে জন্মের পর থেকেই পুলিশ সম্পর্কে নেতিবাচক ধারণা গেঁথে দেওয়া হয় মনে। অথচ একবার আমরা ভেবেও দেখি না আমরা সবাই যখন বিভিন্ন উৎসবে মেতে থাকি। তখন রাতের পর রাত পুলিশরা পরিবার ভুলে তাদের কর্তব্যে অবিচল থাকে। আমরা একবার ভেবেও দেখি না অত্যাধিক কাজের চাপে ডুবে থাকা পুলিশের কথা। অথচ পান থেকে চুন খোশলেই পুলিশের গালমন্দ শুরু হয়ে যায়। কিন্তু পুলিশের ভাল কাজগুলিকেও একটু হলেও আমাদের প্রশংসা করা উচিত নয় কি ? এই যেমন করে দেখাল আলিপুরদুয়ার পুলিশ। মাধ্যমিক পরীক্ষা শুরুর ঠিক আগের রাতেই স্নেহা মাহাত তাঁর বাবাকে হারায়। পরদিন পরীক্ষা শুরুর আগেই স্নেহাকে পরীক্ষা দিতে নিয়ে যাবার জন্য হাজির পুলিশের গাড়ি। শামুকতলা থানার ওসি জগদীশ রায় ও ভাটিবাড়ি থানার ওসি অরুপ বৈদ্য কথা দিয়েছিলেন পরীক্ষার প্রতিদিন স্নেহাকে পরীক্ষা দিতে নিয়ে যাবে আর নিয়ে আসবে পুলিশের গাড়ি। আর সেটাই করে দেখাল তারা। আবার কলকাতায় এক মাধ্যমিক পরীক্ষার্থী হেঁটে হেঁটে পরীক্ষাকেন্দ্রে যাচ্ছিল। কারণ দাদুর প্রয়াণে বাড়ির সকলে যখন সৎকার নিয়ে ব্যস্ত। এদিকে পরীক্ষা শুরু হতে বেশি সময় নেই। ঠিক সেই সময় এক কর্তব্যরত পুলিশ ইনেক্সপেকটর মেয়েটিকে দেখতে পেয়ে পুলিশের গাড়িতে করে পরীক্ষা শুরুর আগেই পরীক্ষা কেন্দ্রে পৌঁছে দিয়ে আসে। আবার আরেকটি মেয়ে পরীক্ষাকেন্দ্রে পৌঁছে দেখে অ্যাডমিট কার্ড নিয়ে আসতে ভুলে গেছে। ঠিক সেই সময় সহায় এক পুলিশ অফিসার । তিনি বাইকে করে মেয়েটিকে নিয়ে বাড়ি থেকে অ্যাডমিট কার্ড নিয়ে সঠিক সময়ে সেদিন মেয়েটিকে পরীক্ষা হলে ঢুকতে সাহায্য করেছিল। এইতো কিছুদিন আগে মুমূর্ষ রোগীর রক্তের প্রয়োজন শুনে কোচবিহার কোতয়ালি থানার আইসি অমিতাভ দাস পুলিশের পোশাকে সটান হাজির ব্লাড ব্যাংকে রক্ত দিতে। কোভিডের সময়ে আমরা দেখেছি সে সময়কার কোতয়ালি থানার আইসি সৌম্যজিৎ রায় কিভাবে অসহায় মানুষের কাছে পৌঁছে গেছেন সাহায্য নিয়ে। আসলে আমরা ভুলে যাই পুলিশের এই মানবিকদিকগুলো। মনে রাখতে হবে তারাও মানুষ। তাদেরও আছে নালিশ। কিন্তু তাদের নালিশ শোনার কেউ নেই। তাই আসুন না একটু হলেও পুলিশকে তাদের ভালো কাজের জন্য কুর্নিশ জানাই।

কবিতা

জীবন মৃত্যু

....মঞ্জু ঠাকুর চৌধুরী

মৃত্যুর কাছাকাছি দাঁড়িয়ে
জীবনকে যে এত স্পষ্ট দেখা যায় এর আগে বুঝিনি
নির্মম সত্যগুলোকে বড়া-বড় যত্নে সাজিয়ে-গুছিয়ে রেখেছিলাম পাছে
সমাজ-সংসারের সামনে আমার সাজিয়ে গুছিয়ে রাখা
জীবনের পলেস্তরা খসে বেরিয়ে না আসে জঘন্য সার্থপরতার নির্মম ছবি।
কিন্তু আজ মৃত্যুর কাছাকাছি দাঁড়িয়ে জীবনকে দেখতে পারছি।
হাতটা খুব কষ্ট করে কাছে টেনে নিয়ে কামড়ে ধরলাম,
শেষ জীবনি শক্তি দিয়ে অনেকটা মাংস উঠে এসে রক্ত ঝড়ছে
যন্ত্রণায় কুকড়ে উঠল আমার শরীরটা।
বুঝলাম প্রভু যীশুর মৃত্যু যন্ত্রণা কতটা প্রখর ছিল
মৃত্যু শয্যায় শুয়ে শুনতে পেলাম আমার আপনজনেদের কথপ-কথন
আত্মত্যাগের জন্য আক্ষেপ হলো বুঝলাম হজরদ মহম্মদের কথিত মৃত্যুর কারণ
বালিশ দিয়ে চেপে ধরলাম নিজেকে
নিশ্বাস নিতে পারছিলাম না
ছট-পট করতে-করতে বুঝতে বাকি রইল মহাপ্রভুর অন্তরধ্যান রহস্য।
এই প্রথমবার ভালো মানুষ হতে ইচ্ছে করলো মৃত্যুর কাছাকাছি দাঁড়িয়ে।

প্রবন্ধ

নারী স্বাধীনতা

...সোমালি বোস

"স্বাধীনতা হীনতায় কে বাঁচিতে চায় হে, কে বাঁচিতে চায়? দাসত্ব-শৃঙ্খল বল কে পরিবে পায় হে, কে পরিবে পায়"। রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়

ভাবতে সত্যিই অবাক লাগে, আজকের মতো অত্যাধুনিক ডিজিটাল সমাজ ব্যবস্থায় নারী স্বাধীনতা নিয়ে লেখনী ধরতে হয়, এখনও মনে মঞ্চে বিতর্কের বিষয় নারী- স্বাধীনতা। প্রশ্ন জাগে আমরা কি সত্যিই প্রকৃত শিক্ষিত? আবার খুবই ঘটা করে নারী দিবস আজকাল পালন করা হয়। আজকাল আমরা যারা মঞ্চে নারী দিবসে গলা ফাটিয়ে নারী স্বাধীনতা, নারী শিক্ষা, নারীর অধিকার নিয়ে বক্তব্য রাখছি। একটু পরে তারাই বাড়ি ফিরে নারীর উপর অত্যাচার করছি। নানা ছলে, বলে, কৌশলে। আজ হয়ত অনেক নারীই উচ্চতর পদে বিরাজমান। কিন্তু নিম্নবিত্ত বা মধ্যবিত্ত পরিবারে নারী আজও শৃঙ্খলে আবদ্ধ, তার বাক স্বাধীনতা ও নেই ।

"মাতৃতান্ত্রিক দেশে নারী আজও পণ্য। হে ভারত তুমি ধন্য হে, ধন্য।" নারী, স্বাধীনতা আসলে কী? এই প্রশ্নের উত্তর দেবার লোকের অভাব হবে না। কিন্তু নারীর প্রকৃত স্বাধীনতা বা অধিকার বাস্তবায়নের উদ্যোগ বড়ই কম। বিভিন্ন সভা সমাবেশে "কিছু মানুষ গলা উঁচু করে নির্দ্বিধায় নারী-স্বাধীনতার কথা বলেন, নারীদের এগিয়ে যাবার কথা বলেন, এই যে গলা উঁচু করে ভাষণ দেওমা জনগোশী দিনশেষে তারাই যে নারী স্বাধীনতার প্রকৃত অর্থ বুঝতে ব্যর্থ। সবচেয়ে দুঃখজনক এটাই।

আমার মতে নারী স্বাধীনতার অর্থ হলো, নারীর নিজের অধিকার সম্পকে সচেতন থাকা এবং নিজের অধিকার সম্পর্কে সচেতন থাকা এবং নিজের সুস্থ চিন্তার সঠিক বাস্তবায়ন করতে পারা। নারীরা যদি নিজেদের অধিকার সম্পর্কে সচেতন হতে শেখে, নিজেদের জায়গাটা নিজে চিনে নিতে শেখে, পুরুষের সাধ্য নেই নারীকে আটকানোর। নারীকে নিজের পরিবার থেকেই প্রথম পরাধীনতার শিকলে আবদ্ধ করা হয়। পরবর্তীতেও অন্য পরিবারে গিয়েও নারী সেই- শিকলে আবদ্ধ থাকতে অভ্যস্ত হয়ে যায়। একজন নারীর জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত প্রতিটি ক্ষেত্রে গভীর দৃষ্টিতে চিন্তা করলে পরিষ্কার ভাবে উঠে আসবে নারীর জীবন কতটা ভয়াবহ। আর এই ভয়াবহতার পিছনে কেবল পুরুষ সমাজ দায়ী নয় বরং নারী ও পুরুষ সমানভাবে দায়ী।

'বিশ্বে যা কিছু মহান সৃষ্টি চির কল্যাণকর অর্ধেক তার করিয়াছে নারী, অর্ধেক তার নর" কবি নজরুলের এই উদ্ধৃতির মধ্যে দিয়েই যেন সর্বোচ্চ স্বীকৃতি মেলে নারীর অবদানের। জীবন ধারণের জন্য- অত্যাবশ্যকীয় সব কাজ অর্থাৎ গৃহস্থালীর বা সাংসারিক কর্ম কান্ডের বোঝা বহন করা, সন্তান ধারণ এবং মা হিসেবে ভবিষ্যতের উপযুক্ত নাগরিক গড়ে তোলা সহ বিভিন্ন কর্মকান্ডের মাধ্যমে জাতীয় অগ্রগতিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখে চলেছে নারীসমাজ। তবুও সার্বিকভাবে নারীরা যেন স্বাধীন নয়। নারীকে স্বাধীনভাবে জীবন-যাপন করতে অন্যের উপর নির্ভর করতে হয় আজও। দেশ স্বাধীনের ৭৫ বছর পরেও নারীকুল মাথা উঁচু করে বাঁচতে পারে না। কোথাও না কোথাও "প্রতিদিন, প্রতি ঘন্টায়, প্রতি মিনিটে প্রতি সেকেন্ডে, নারী নিপীড়ন, নারী নির্যাতন, নারী ধর্ষণ যেমন বেড়েই চলছে। তেমনই চলছে নারী স্বাধীনতা হরণ।

উন্নতির চরম শিখরে পৌঁছে ও পুরুষশাসিত প্রথাবদ্ধ সমাজে নারীরা, লিঙ্গবৈষম্য, সামাজিক নিপীড়ন ও বিভিন্ন বৈষম্যের শিকার। জনসংখ্যার অর্ধেক হলেও রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত গ্রহণের পর্যায় থেকে শুরু করে রাজনৈতিক প্রক্রিয়ার বিভিন্ন স্তরে অংশ নেবার ক্ষেত্রে নারীদের ভূমিকা খুবই সীমিত। ব্যাপক সংখ্যক নারী এখনও অবরোধ প্রথার অন্তরাল থেকে বেরিয়ে আসতে পারেনি। অশিক্ষা, দারিদ্র ও প্রথাবদ্ধ ধ্যান ধারণার কারণে নারীরা সাবলম্বী হতে পারছে না। তারা পুরুষের উপর নির্ভরশীল। সংবিধানে নারী-পুরুষের যে সমানাধিকারের বিষয়টি স্বীকৃত হলেও ধর্মীয় ও পারিবারিক আইনে নারীর সার্বভৌমত্বও সমানাধিকার স্বীকৃত নয়। শিক্ষাক্ষেত্রে, চাকরির ক্ষেত্রে এবং প্রাতিষ্ঠানিক-অপ্রাতিষ্ঠানিক নানা সুযোগ-সুবিধার ক্ষেত্রে নারী প্রতিনিয়ত বঞ্চিত। সাম্প্রতিককালে বিভিন্ন আন্দোলন সংগ্রামের পরিপ্রেক্ষিতে সমাজে সচেতনতা বাড়ছে, ফলস্বরূপ, শিক্ষাক্ষেত্রে অর্থনৈতিক সামাজিক ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রে ক্রমশ বাড়ছে নারীর অংশগ্রহণ। যদিও তা খুব সামান্য।

পরিশেষে বলব, স্বাধীনতা চেয়ে পাওয়া যায় না। এ নারীর জন্মগত অধিকার, নারীকে সমাজ-ব্যবস্থার সাথে লড়াই করেই যেমন প্রকৃত স্বাধীন হতে হবে, তেমনি সুশিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে আর্থিকভাবে স্বাবলম্বী হতে হবে। তবেই হবে প্রকৃত স্বাধীনতা অর্জন। পরোমুখাপেক্ষী জীবন বড়ই যে ঘৃণ্য।

(লেখিকা পেশায় শিক্ষিকা)

'ইকো-ফ্রেন্ডলি জঙ্গল থিয়েটার ফেস্টিভাল' এর পর এবার কোচবিহার অনাসৃষ্টির অভিনব অঙ্গন থিয়েটার ফেস্টিভ্যাল অনুষ্ঠিত হল বাণেশ্বরে

বিশেষ সংবাদদাতা: কোচবিহার অনাসৃষ্টি মানেই নাটক পরিবেশনে অভিনবত্ব। কোচবিহার শালবাগানে জঙ্গল থিয়েটার ফেস্টিভ্যালের পর সম্প্রতি বাণেশ্বরের বড়োখাপা ফিফত প্ল্যান প্রাইমারি স্কুল ও ঘরঘরিয়া নদীর মধ্যবর্তী কালীমন্দির মাঠে এবার তাদের অভিনব অঙ্গন থিয়েটার ফেস্টিভ্যাল অনুষ্ঠিত হল। স্থানীয় গ্রামবাসীদের সক্রিয় উপস্থিতিতে মশাল জ্বালিয়ে পরিবেশিত হয় কোচবিহার অনাসৃষ্টির বহুল প্রশংসিত দুটি নাটক সেকালের কন্যেরা ও ননীবালা – দি ফরগটেন নেম।

রুমা দে রচিত ও নির্দেশিত এই নাটক সুধীমা সাহার একক অভিনয়ে সমৃদ্ধ নাটক। "সেকালের কন্যেরা" - নাটকটি প্রাচীন ভারতবর্ষের কঠিন সামাজিক ব্যাধির অন্যতম সতীদাহ প্রথা ও সেই সময়কার নারীদের অবস্থা তুলে ধরেছে।

এরপর অনুষ্ঠানে মশালের আলোতে পরিবেশিত হয় রুমা দে রচিত ও নির্দেশিত নাটক "ননীবালা দি ফরগোটেন নেম। এতে অভিনয় করেছেন শুভম পাল, জনি সরকার , সুজন দাস, অলোক সাহা, দেবাশীষ বিশ্বাস, মৌসুমী সাহা, রুমা দে, সুমন্ত সাহা। এছাড়া ননীবালা চরিত্রে নিজের অভিনয় দক্ষতার প্রমান রাখেন তুলি ঘোষ। নাটকটিতে

পরাধীন ভারতবর্ষে স্বাধীনতা সংগ্রাম এর বর্ননা নির্দেশক রুমা দে সুন্দর ভাবে পরিবেশন করেন, যা উপস্থিত দর্শক মহলে ভীষণ সাড়া ফেলে। সমস্ত অনুষ্ঠানটির আয়োজনে প্রাকৃতিক গাছপালা ও মন্দির প্রাঙ্গনকে নাটকের বিভিন্ন সেট হিসাবে দক্ষতার সাথে কাজে লাগান মঞ্চ সজ্জার দায়িত্বে থাকা অশোক সূত্রধর ও অজিত রায়। প্রায় ২৫০-৩০০ বিভিন্ন বয়সের গ্রামবাসী সমস্ত অনুষ্ঠানটি উপভোগ করেন। উল্লেখ্য উপস্থিত দর্শক দের অধিকাংশ জীবনে প্রথমবার থিয়েটারের আস্বাদ গ্রহণ করেন। কোচবিহার অনাসৃষ্টির এই অঙ্গন থিয়েটারের সমন্বয়কারী তথা এই এলাকার বাসিন্দা শ্রী পরিমল রায় জানান, "এই অঞ্চলে বছরে শুধুমাত্র দুর্গা পূজা ছাড়া কোন উৎসব এর প্রচলন ছিল না, আজকের এই অঙ্গন থিয়েটার ফেস্টিভ্যাল এ সকলের স্বতস্ফূর্ত অংশগ্রহনে আমরা আপ্লুত, নাটকের মাধ্যমে লোকশিক্ষার প্রয়াস আমরা এগিয়ে নিয়ে যাবো এভাবেই।"

টিম পূর্বোত্তর

সম্পাদকীয় উপদেষ্টা	ঃ দেবাশিস ভৌমিক
সম্পাদক	ঃ সন্দীপন পন্ডিত
সহ-সম্পাদক	ঃ বর্ণালী দে, লোপামুদ্রা তালুকদার, দেবাশীষ চক্রবর্তী, পার্থ নিয়োগী, কঙ্কনা বালো মজুমদার
ডিজাইনার	ঃ ভজন সূত্রধর
বিজ্ঞাপন আধিকারিক	ঃ রাকেশ রায়
জনসংযোগ আধিকারিক	ঃ বিমান সরকার

বই রিভিউ: 'ইন্দ্রায়ুধ সাহিত্য পত্রিকা' দেয় অজানা উত্তরের খোঁজ

পার্থ নিয়োগী

কোচবিহার তথা উত্তরবঙ্গের নাট্যচর্চার ক্ষেত্রে 'ইন্দ্রায়ুধ' এক অতি পরিচিত নাম। নাটকের পাশাপাশি তাদের মুখপাত্র 'ইন্দ্রায়ুধ সাহিত্য পত্রিকা' কোচবিহার তথা উত্তরবঙ্গের এক গুরুত্বপূর্ণ পত্রিকা। সম্প্রতি রবীন্দ্র ভবনে ইন্দ্রায়ুধ নাট্য উৎসবের মাঝে মোড়ক উন্মোচিত হল এবারের 'ইন্দ্রায়ুধ সাহিত্য পত্রিকা'। এবারের সংখ্যার বিষয় উত্তরের ইতিহাস ও সংস্কৃতি। পত্রিকার সম্পাদকের দায়িত্ব সামলেছেন তরুণ কবি নীলাদ্রি দেব। সূচীপত্র দেখেই মনে হয় কোনটা আগে পড়ব। ঠিক সম্পাদকীয় নয় অথচ সম্পাদকীয়। সুন্দর এক লেখনীর মাধ্যমে অসাধারণ সম্পাদকীয় উপহার দিয়েছেন পত্রিকা সম্পাদক নীলাদ্রি দেব। খুব সংক্ষেপে 'প্রসঙ্গ ঃ ইন্দ্রায়ুধ' শীর্ষক প্রবন্ধে ইন্দ্রায়ুধের ইতিহাস তুলে ধরাটাও বেশ প্রশংসনীয়। শুরু থেকে আজ পর্যন্ত ইন্দ্রায়ুধের প্রযোজনার নাটকের তালিকাটাও সমৃদ্ধ করবে পাঠককে। দীপায়ন ভট্টাচার্য মানেই কেবল এক নাট্য পরিচালক নন। কোচবিহারের পাশাপাশি উত্তরবঙ্গের নাট্যচর্চার ইতিহাস নিয়ে তাঁর গবেষণালব্ধ কাজ আমাদের সামনে তুলে ধরে উত্তরবঙ্গের নাটকের অনেক অজানা কথা। উত্তরের চা বাগান মানেই কেবল বাণিজ্য বা শ্রমিকের কথা না। এই চা বাগানের মধ্যে লুকিয়ে আছে উচ্চমানের নাট্যচর্চার ইতিহাস। যা হয়ত বর্তমান প্রজন্ম জানেই না।

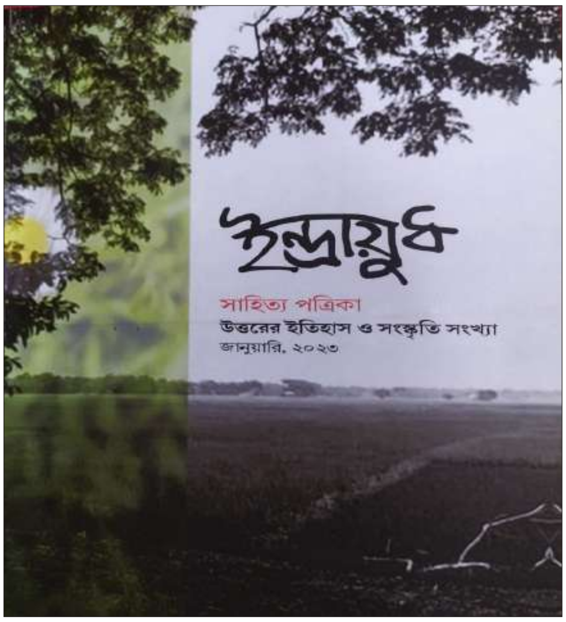

গাঙ্গোটিয়া চা বাগান থেকে শুরু করে হ্যামিল্টনগঞ্জ, গয়েরকাটা, বানারহাট, চালসা, রাঙ্গামাটি, ডামডিম চা বাগান অঞ্চলের সেই নাটকের সোনালী দিনের কথা বিস্তারিতভাবে তুলে ধরেছেন দীপায়ন ভট্টাচার্য। তাঁর 'উত্তরের কিছু চা বাগান অঞ্চলের নাট্যচর্চা' শীর্ষক প্রবন্ধটি উত্তরের নাট্য গবেষকদের কাছে অমূল্য এক দলিল হয়ে থাকবে। উত্তরের আরেক প্রখ্যাত গবেষক তথা প্রাবন্ধিক দেবব্রত চাকীর 'সন্ন্যাসী অভ্যুত্থানঃ অভিমুখ রাজাধরা' প্রবন্ধটিও পাঠককে সমৃদ্ধ করে। ঐতিহাসিক ফালাকাটা ড্রামাটিক হলকে নিয়ে শিক্ষক শৌভিক রায়ের তথ্যবহুল প্রবন্ধটি ফালাকাটার এক উজ্জ্বলময় সাংস্কৃতিক ইতিহাস তুলে ধরে। 'অনুশীলন সমিতি ও কুচবিহার' শীর্ষক রাজর্ষি বিশ্বাসের প্রবন্ধটি কোচবিহারের সম্পূর্ণ অজানা দিক তুলে ধরে। ছিটমহল একটা সময় ছিল ভারত-বাংলাদেশ দুই দেশের জমির অদ্ভুত এক জটের সমস্যা। আজ এই সমস্যা মিটে গেছে। ছিটমহল বিনিময়ের কেমন আছে এখানকার মানুষ। তা অসম্ভব সুন্দর লেখার মধ্যে দিয়ে তুলে ধরেছেন ডঃ লতিফ হোসেন। সবশেষে প্রাবন্ধিক দেবায়ন চৌধুরী ঐতিহ্যবাহী 'কোচবিহার দর্পণ' পত্রিকায় প্রকাশিত নাট্যসংবাদ প্রকাশের যে তথ্যসমৃদ্ধ লেখাটি উপহার দিয়েছেন তাতে কোচবিহারের রাজ আমলের উচ্চমানের নাট্যচর্চার বিবরণ উঠে আসে। নীলাদ্রি দেব ও আদিত্য সিংহের প্রচ্ছদ ভাবনাও তারিফ করার মত।

অলংকার মিউজিক একাডেমির সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান

পার্থ নিয়োগী: সম্প্রতি অলংকার মিউজিক একাডেমির সাংস্কৃতিক সন্ধ্যা অনুষ্ঠিত হোল কোচবিহার সাহিত্যসভা প্রেক্ষাগৃহে। উপস্থিত অতিথিদের প্রদীপ প্রজ্জ্বলনের দ্বারা এদিনের সাংস্কৃতিক সন্ধ্যার উদ্বোধন হয়। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ধুমকেতু আন্তর্জাতিক নজরুল একাডেমির সম্পাদক মানস চক্রবর্তী। প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তৃতা দিতে গিয়ে মানসবাবু এদিনের অনুষ্ঠানের স্বার্থকতার কথা তুলে ধরেন। সূচনায়

অলংকার মিউজিক একাডেমির ছাত্র-ছাত্রীদের একটি সুন্দর উদ্বোধনী সঙ্গীত পরিবেশিত হয়। সংস্থার ছাত্র-ছাত্রীদের সমবেত সঙ্গীতের অনুষ্ঠানটিও ছিল বেশ। উৎপল চ্যাটার্জি, সোমা দাশগুপ্ত, দীপক গাঙ্গুলি, শঙ্খশুভ্র মুখার্জি প্রত্যেকের একক সঙ্গীতের অনুষ্ঠান ছিল খুব ভাল। এদের সাথে তবলায় সঙ্গতে কালীপদ সূত্রধর ছিলেন অসাধারণ। শ্রীপর্না সরকারের নৃত্য শৈলীতে মুগ্ধ হন দর্শকরা। এদিনের অনুষ্ঠান শেষ হয় অলংকার মিউজিক একাডেমির ছাত্র-ছাত্রীদের চমৎকার একটি সমবেত সঙ্গীতের মধ্যে দিয়ে। সব মিলিয়ে এদিন খুব সুন্দর এক সাংস্কৃতিক সন্ধ্যা উপহার হিসেবে পেল কোচবিহারের সংস্কৃতিপ্রেমী মানুষেরা। এর জন্য অলংকার মিউজিক একাডেমি কর্তৃপক্ষের অবশ্যই ধন্যবাদপ্রাপ্য।

বসন্ত উৎসবে মাতল কোচবিহার

পার্থ নিয়োগী: সত্যিই বসন্ত এসে গেছে কোচবিহারে। কোকিলের ডাক সেভাবে না শুনতে পেলেও শহরের বিভিন্ন প্রান্তে বসন্ত উৎসবের আয়োজনই বলে দিচ্ছে ফুল ফুটুক বা না ফুটুক আজ কোচবিহারে বসন্ত। দোল পূর্ণিমার দিন কয়েক আগে থেকেই শুরু হয়েছে শহর কোচবিহারে বসন্ত উৎসব। এই গত ৪ মার্চ বসন্ত উৎসবের আয়োজন করা হয় এবিএনশীল কলেজে। গানে নাচে আবিরে বসন্ত বন্দনায় এক অসাধারণ পরিবেশের সৃষ্টি হয় কলেজের মাঠে। পরেরদিন ৫ মার্চ নিউটাউন বাজার মাঠে 'মায়াবোনোবিহারিণী' শীর্ষক দোল পালনের অনুষ্ঠান আয়োজন করে প্ল্যানেটোরিয়াম ইভেন্ট ম্যানেজমেন্ট সংস্থা। গতবছর দেবীবাড়ির মাঠে 'বলম পিচকারি' শীর্ষক দোলের অনুষ্ঠানের আয়োজন করে চমকে দেয় এই সংস্থা। উল্লেখ্য নেহা প্রামানিক নামে কোচবিহারের এক তরুণী এই সংস্থার কর্ণধার। এবারের তাদের 'মায়াবোনোবিহারিণী' শীর্ষক অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন উত্তরবঙ্গ রাষ্ট্রীয় পরিবহণ সংস্থার চেয়ারম্যান পার্থপ্রতিম রায়। এই অনুষ্ঠানের সবচেয়ে বড় আকর্ষণ ছিল কাজাখস্থান, ইউক্রেন, রাশিয়া থেকে আগত কিছু বিদেশী শিষ্যার ইস্কনিক নৃত্যের অনুষ্ঠান। ৬ মার্চ দোল পূর্নিমার সকালে গুডমর্নিং টিম ও নিক্কন আঙ্গিকের যৌথ প্রয়াসে এক বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা শহরের রাজপথ পরিক্রমা করে রাজবাড়ি পার্কে পৌঁছে সেখানে বসন্ত

উৎসবে মেতে ওঠে। আবার শহরের এমজেএন স্টেডিয়ামে নাচে, গানে, ছবি আঁকার মধ্যে দিয়ে এক অসাধারণ সাংস্কৃতিক পরিমন্ডলে বসন্ত উৎসব পালন করে বাহারি বসন্ত সংস্থা। আবার শহরের কলাবাগান প্রাথমিক বিদ্যালয়ের মাঠে ঘাসফুলে বসন্ত নামে মনোজ্ঞ এক বসন্ত উৎসবের আয়োজন করা হয়। আবার শহরের এনএন পার্কে মোহনা সাংস্কৃতিক সংস্থা আয়োজিত বসন্ত উৎসবে ছিল চাঁদের হাট। বসন্তের গানের তালে নাচলেন পুরপতি রবীন্দ্রনাথ ঘোষ। বসন্তের ক্যানভাসে রংতুলি হাতে দেখা গেল সদর মহকুমাশাসক রাকিবুর রহমানকে। কোতয়ালি থানার আইসি অমিতাভ দাস কবিতা পাঠে সকলের মন জয় করে নেন। রাজনীতি হয়ত তাঁর ছবি আঁকার অভ্যাসে থাবা বসালেও এদিন মোহনার সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে সামনে রংতুলি দেখে ক্যানভাসের সামনে রংতুলি নিয়ে দেখা গেল জেলা পরিষদের স্বাস্থ্য কর্মাধ্যক্ষ শুচিস্মিতা দত্তশর্মাকে। কয়েকশো শিল্পীর সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান পরিবেশনের মধ্যে দিয়ে এনএন পার্ক রং হয়ে উঠল মোহময়। সংস্কৃত কলেজের মাঠে উত্তরের বসন্ত সংস্থার বসন্ত উৎসবকে নিয়েও উৎসাহ ছিল চোখে পরার মত। শান্তিকুঠির ক্লাবের তরফেও পালিত হয় বসন্ত উৎসব। একটু অন্যভাবে দোলের দিন মর্নিং আউটডোর গ্রুপ সুনীতি রোডের বিভিন্ন দেওয়ালে চিত্র অঙ্কন করে বসন্তকে আহ্বান জানায়।

তুমুল উন্মাদনায় অনুষ্ঠিত হল 'উত্তরের হাওয়া সাহিত্য উৎসব ও লিটিল ম্যাগাজিন মেলা'

পার্থ নিয়োগী: জলপাইগুড়িতে অনুষ্ঠিত হল উত্তরে হাওয়া সাহিত্য উৎসব ও লিটিল ম্যাগাজিন মেলা। গত ১৭ ফেব্রুয়ারি থেকে ১৯ ফেব্রুয়ারি এই তিনদিন ধরে জলপাইগুড়িতে অনুষ্ঠিত হল এই সাহিত্য উৎসব ও লিটিল ম্যাগাজিন মেলা। পশ্চিমবঙ্গ বাংলা একাডেমি, পশ্চিমবঙ্গ কবিতা একাডেমি ও জলপাইগুড়ি জেলা তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের উদ্যোগে এই সাহিত্য উৎসব ও লিটিল ম্যাগাজিন মেলা অনুষ্ঠিত হয়। জলপাইগুড়ি আর্ট গ্যালারিতে এর উদ্বোধন করেন শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসু। এছাড়া উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন উত্তরবঙ্গ উন্নয়নমন্ত্রী উদয়ন গুহ, পশ্চিমবঙ্গ কবিতা একাডেমির সভাপতি সুবোধ সরকার, রাজবংশী ভাষা একাডেমির সভাপতি বংশীবদন বর্মন, কামতাপুরি ভাষা একাডেমির সভাপতি বজলে রহমান, সাহিত্যিক আবুল বাশার প্রমুখ। উত্তরের বিভিন্ন লিটিল ম্যাগাজিন তাদের বই এর সম্ভার নিয়ে এসেছিল এই মেলায়। দ্বিতীয়দিন পশ্চিমবঙ্গ কবিতা একাডেমির সভাপতি কবি সুবোধ সরকারের সাক্ষাৎকার নেন অনুবাদ সাহিত্যের জন্য ভারতীয় সাহিত্য একাডেমি ও বাংলা একাডেমির পুরস্কারপ্রাপ্ত সাহিত্যিক শৌভিক দে সরকার। কবি সুবোধ সরকার বাংলা সাহিত্যে বর্তমানে তেমন অনুবাদ না হওয়া নিয়ে আক্ষেপ প্রকাশ করেন। এই প্রসঙ্গে সুবোধবাবু বলেন, 'অনুবাদ সাহিত্যের জন্য আলিপুরদুয়ার থেকে শৌভিকবাবু যে পুরস্কার অর্জন করেছেন, তা বাংলা সাহিত্যে বিরল'। তিনি আরও বলেন, 'বিষণ্ণতা ও গভীরতা থেকে কবিতা লেখার রসদ পাওয়া যায়। আপনি যতই ভালো প্রেমের এবং প্রতিবাদের কবিতা লিখুন না কেন, আপনাকে শুনতে হবে খারাপ লিখেছেন। খারাপ থেকে মুক্তি পাওয়া যায় না'। বাংলা সাহিত্য বিশ্বসাহিত্যকে করে অনুবাদমুখী হলে বাংলা সাহিত্য আরও সমৃদ্ধ হবে। দ্বিতীয়দিনে উত্তরের হাওয়ায় 'বহু ভাষা এক আকাশ' শীর্ষক আলোচনায় ডুকপা লানসাং তামসাং বলেন, 'ডুকপা ভাষা

প্রাচীন ভাষা। আমরা রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের লেখা অনুবাদ করেছি। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ছড়ার অনুবাদ করেছি'। সাদরি ভাষার কবি সঞ্জু কুজুর জানালেন এই ভাষার আরও প্রসার ও প্রচার হওয়া উচিত। অধ্যাপক তথা ভাষাবিদ ডঃ দীপক রায় বলেন, '১১ টি ভাষা বিপন্ন হয়ে পড়েছে। এর মধ্যে টোটো ও ধীমাল ভাষা রয়েছে'। এই আলোচনা সভায় বক্তব্য পেশ করেন সম্প্রতি পদ্মশ্রী প্রাপক ধনীরাম টোটো, সুশীল রাভা, সমীর মন্ডল প্রমুখ। অনুষ্ঠানের সঞ্চালনার দায়িত্বে ছিলেন রতন বিশ্বাস। এদিনের অনুষ্ঠানের সূচনায় অণুগল্প পাঠ করেন রম্যাণী গোস্বামী, রাজর্ষি বিশ্বাস, মৃগাঙ্ক ভট্টাচার্য, দেবপ্রিয়া সরকার প্রমুখ। সন্ধ্যায় বসে সাহিত্যের আড্ডা। অংশ নেন মাইকেল মধুসূদন দত্ত পুরস্কারপ্রাপ্ত কবি বিজয় দে, প্রচেত গুপ্ত, ত্রিদিব চট্টোপাধ্যায়, সুধাংশুশেখর দে, গৌতম গুহ রায়, শুভময় সরকার, জিনিয়া মিত্র। অনুষ্ঠানটির সঞ্চালনায় ছিলেন ডঃ আনন্দগোপাল ঘোষ। 'গল্পের জন্মকথা' শীর্ষক আলোচনায় অংশ নেন উমেশ শর্মা, দেবব্রত চাকি, রাম অবতার শর্মা, সৌরেন চৌধুরী, সুমন মল্লিক, প্রলয় নাগ, অশেষ দাস, তপন দাস। 'আমাদের নাটক' শীর্ষক মনোগ্রাহী একটি আলোচনাও এদিন ছিল এক বড় আকর্ষণ। ১৯ ফেব্রুয়ারি উৎসবের শেষদিন কবিতা, গল্পপাঠ ও বিভিন্ন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে ছিল লিটিল ম্যাগাজিন মেলা প্রাঙ্গণ ছিল জমজমাট। উত্তরের কবিদের তিনদফার কবিতা পাঠের অনুষ্ঠান ঘিরে উন্মাদনা ছিল চোখে পড়ার মত। এই তিনদিন ধরে উত্তরের সাহিত্য সংস্কৃতিপ্রেমী মানুষদের এক মিলনকেন্দ্রে পরিণত হয়ে উঠেছিল এই লিটিল ম্যাগাজিন মেলা। আর মেলা শেষে সবার ভেতরে আনমনে বেজে উঠল একটাই কথা 'আসছে বছর আবার হবে।'

IDFC-র নতুন ব্র্যান্ড পরিচয় বন্ধন মিউচুয়াল ফান্ড

মুম্বই: ১৩ মার্চ থেকে IDFC মিউচুয়াল ফান্ড তার নতুন ব্র্যান্ড পরিচয় বন্ধন মিউচুয়াল ফান্ড হিসেবে পরিচিতি পাবে। ফলস্বরূপ, ফান্ড হাউসের প্রতিটি স্কিমের নাম পরিবর্তিত হয়ে 'IDFC' শব্দটি 'বন্ধন' শব্দের সাথে প্রতিস্থাপিত হবে। কিন্তু অন্তর্নিহিত বিনিয়োগ কৌশলের কোন পরিবর্তন হবেনা। বলাবাহুল্য, বিনিয়োগকারীরা একই উচ্চ-মানের বিনিয়োগ পদ্ধতি থেকে উপকৃত হবেন যার জন্য ফান্ড হাউসটি সুপরিচিত।

বন্ধন মিউচুয়াল ফান্ডে পরিণত হওয়া এই হাউসের যাত্রায় একটি নতুন অধ্যায় চিহ্নিত করেছে। ১৩ মার্চ থেকে বিনিয়োগকারীরা ফান্ড হাউসের নতুন ওয়েবসাইট অ্যাক্সেস করতে পারবেন। ফান্ড হাউস বেশ কয়েকটি সু-সংজ্ঞায়িত পণ্য এবং সম্প্রদায়ের ক্ষমতায়নের মাধ্যমে বিনিয়োগকারীদের পরিষেবা প্রদানের জন্য একটি শক্তিশালী ভিত্তি তৈরি করে।

AMC-এর সিইও বিশাল কাপুর বলেন, আমাদের নতুন নাম আমাদের নতুন স্পনসরশিপকে প্রতিফলিত করে, এবং আমরা এখন বন্ধন গ্রুপের অংশ হতে পেরে গর্বিত।

Croma-র সামার সেলে ৪৫% পর্যন্ত ছাড়

খড়গপুর: থেকে ভারতের প্রথম এবং বিশ্বস্ত Tata Group-এর ওমনি-চ্যানেল ইলেকট্রনিক্স রিটেইলার Croma আজ তার বহু প্রতিক্ষীত সামার সেল ঘোষণা করেছে। যা গ্রাহকদের বিস্তৃত পরিসরের হোম অ্যাপ্লায়েন্সে অফারগুলি উপভোগ করার সুযোগ প্রদান করে।

Croma-এর এই সামার সেল অফারের মাধ্যমে গ্রাহকরা এয়ার কন্ডিশনার, রুম কুলার, রেফ্রিজারেটর এবং আরও অনেক কিছুর উপর ৪৫% পর্যন্ত ছাড় পেতে পারেন। এছাড়াও গ্রাহকরা ৩৫০+ এসি, ৪৫০+ রেফ্রিজারেটর বিনিময় ও আপগ্রেড সুবিধা সহ ক্যাশব্যাক অফার এবং ১৮-মাসের ইএমআই বিকল্পগুলি থেকে তাঁদের পছন্দ অনুযায়ী বেছে নিতে পারবেন।

উল্লেখ্য, স্প্লিট এসি থেকে শুরু হচ্ছে মাত্র ২৭,৯৯০ টাকা থেকে রুম কুলারেরে দাম শুরু হচ্ছে ৫,৯৯০ টাকা থেকে এবং ক্রোমা ফ্রস্ট ফ্রি রেফ্রিজারেটরের দাম শুরু হচ্ছে ২১,৯৯০ টাকা থেকে। এছাড়াও গ্রাহকদের জন্য রয়েছে সাইড-বাই-সাইড ৬৩০L কনভার্টেবল রেফ্রিজারেটর যার দাম মাত্র ৬৪,৯৯০টাকা।

সম্মেলনর বিষয় বস্তু মেডিসিনের ভবিষ্যত গঠনকারী পাঁচটি মৌলিক স্তম্ভ

কলকাতা: স্বাস্থ্যসেবা বিষয়ক সম্মেলন 'Future of Medicine ২০২৩'-এর আয়োজন করেছে হ্যাপিয়েস্ট হেলথ। উল্লেখ্য, এটি হ্যাপিয়েস্ট হেলথের প্রথম বার্ষিক শীর্ষ সম্মেলন। এই সম্মেলনে হ্যাপিস্ট হেলথ এমন কিছু বিশেষজ্ঞ বক্তাদের একত্রিত করেছে যারা স্বাস্থ্যসেবার ক্ষেত্রে মেডিসিনের ভবিষ্যত গঠনকারী পাঁচটি মৌলিক স্তম্ভের উপর তাঁদের মতামত ব্যক্ত করেছেন। এই পাঁচটি স্তম্ভ হল অন্ত্রের মাইক্রোবায়োম, প্রযুক্তি এবং বায়োইনফরমেটিক্স, স্টেম সেল গবেষণা, আয়ুর্বেদ এবং জেনেটিক্স। এছাড়াও মেডিসিন ও উন্নতমানের স্বাস্থ্য পরিষেবা নিয়েও তাঁরা আলোচনা করেছেন।

হ্যাপিস্ট হেলথের প্রেসিডেন্ট ও সিইও অনিন্দ্য চৌধুরী বলেন, এই Future of Medicine বিষয়ক শীর্ষ সম্মেলনটি সুস্থ্য ভবিষ্যতের জন্য স্বাস্থ্যপরিষেবার ইকোসিস্টেমকে উন্নত করবে।

পোর্ট ব্লেয়ারে Park-র প্রথম হোটেল জোন কানেক্ট

পোর্টব্লেয়ার: আন্দামান- নিকোবারের পোর্ট ব্লেয়ারে হোটেল জোন কানেক্ট চালু করল Apeejay Surrendra Park Hotels Limited। উল্লেখ্য, বঙ্গোপসাগরের উপকূলবর্তী অঞ্চলে এটি Apeejay Surrendra Park-র প্রথম হোটেল।

বীর সাভারকার আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর থেকে প্রায় ১৫ মিনিটের দূরত্বে অবস্থিত, জোন কানেক্ট পোর্ট ব্লেয়ার ইতিহাস, প্রাকৃতিক সৌন্দর্য এবং সাদা বালুকাময় সমুদ্র সৈকতের সৌন্দর্য তার গেস্টদের সামনে তুলে ধরে। উল্লেখ্য, এই ফোর্থজোন কানেক্ট হোটেলটি মূল আকর্ষণের কাছাকাছি অবস্থিত যেমন - সেলুলার জেল, কালাপানি মিউজিয়াম, রস আইল্যান্ড, ওয়ানড়ুর সানসেট বিচ, চিদিয়াটাপু সবই অল্প ড্রাইভিং দূরত্বের মধ্যে রয়েছে।

হোটেল জোন কানেক্টে ২৪টি রুম রয়েছে। যা গেস্টদের আরামদায়ক এবং আনন্দদায়ক থাকার প্রতিশ্রুতি দেয়। এছাড়াও রয়েছে ক্যাফে সি, ডাইনিং; কো-বার, একটি পুল গ্রে জোন- যেখানে ১৫ জন একসাথে মিটিং করতে পারবে এবং পুলসাইড লন - যেখানে ৫০০ জন লোক থাকতে পারে।

দ্য পার্ক হোটেলের জেনারেল ম্যানেজার বিকাশ আহলুওয়ালিয়া বলেন, আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জের পোর্ট ব্লেয়ারে আমরা আমাদের প্রথম হোটেল খুলতে পেরে গর্বিত।

RuPay নেটওয়ার্কে উপলব্ধ ফুয়েল ক্রেডিট কার্ড

মুম্বই: কো-ব্র্যান্ডেড ফুয়েল ক্রেডিট কার্ড চালু করল Kotak Mahindra Bank Limited ("KMBL"/Kotak) এবং ইন্ডিয়ান অয়েল। এই IndianOil Kotak ক্রেডিট কার্ড RuPay নেটওয়ার্কে উপলব্ধ।

দেশের যেকোনও ইন্ডিয়ানঅয়েল ফুয়েল স্টেশনে রিফুয়েলিং করার জন্য রিওয়ার্ড পয়েন্ট অর্জন করতে পারেন IndianOil Kotak ক্রেডিট কার্ড হোল্ডাররা। শুধু তাই নয় ইন্ডিয়ানঅয়েল ফুয়েল স্টেশনে বিনামূল্যে জ্বালানি পাওয়ার জন্য এই পুরস্কার পয়েন্টগুলি রিডিম করা যেতে পারে। এই IndianOil Kotak ক্রেডিট কার্ড লঞ্চ উপলক্ষে উপস্থিত ছিলেন KMBL-এর প্রেসিডেন্ট অম্বুজ চন্দনা সহ আরও অনেকে।

এই IndianOil Kotak ক্রেডিট কার্ডের বৈশিষ্ট্য হল - ফুয়েল স্টেশনগুলিতে রিফুয়েলিং-এর জন্য পুরস্কার পয়েন্ট হিসাবে ৪% অর্থাৎ প্রতি মাসে গ্রাহকরা ৩০০ টাকা পর্যন্ত সাশ্রয় করতে পারবে। এছাড়া ডাইনিং, গ্রসারি এবং অন্যান্য পেমেন্টের ওপর ২% পুরস্কার পয়েন্ট অর্জন সহ প্রতি মাসে গ্রাহকরা ২০০ টাকা পর্যন্ত সাশ্রয় করতে পারবেন।

KMBL-এর ব্যবসায়িক প্রধান ফ্রেডরিক ডিসুজা বলেন, গ্রাহকদের তাদের প্রয়োজনীয় বিভিন্ন রকমের প্রোডাক্ট যাতে কেনাকাটা করতে পারেন সেই কথা মাথায় রেখেই এই IndianOil Kotak ক্রেডিট কার্ড ডিজাইন করা হয়েছে।

অন-গ্রাউন্ড সেলারদের ক্ষমতায়নে কার্যকরী 'ব্যাপার কা তেওহার'

শিলিগুড়ি / দুর্গাপুর: কলকাতার ও তার পার্শ্ববর্তী রাজ্যের বিক্রেতাদের ক্ষমতায়ন করতে ভারতের স্বদেশী মার্কেটপ্লেস ফ্লিপকার্টের উদ্যোগে আয়োজিত অন-গ্রাউন্ড সেলার ইভেন্ট 'ব্যাপার কা তেওহার' সফলতার সাথে শেষ হল। ব্যবসা সম্প্রসারণের জন্য পশ্চিমবঙ্গ ও পার্শ্ববর্তী রাজ্যের প্রায় শতাধিক বিক্রেতা এই ইভেন্টটে অংশ গ্রহণ করেছিল। উল্লেখ্য, 'ব্যাপার কা তেওহার' প্রোগ্রামটি জয়পুর, সুরাট, মুম্বাই, ব্যাঙ্গালোর, নয়াদিল্লি এবং কলকাতার মতো শহরগুলিতে অন-গ্রাউন্ড বিক্রেতাদের তাঁদের ব্যবসা সম্প্রসারণে বিশেষ সুযোগ-সুবিধা প্রদান করে।

'ব্যাপার কা তিওহার'-এর লক্ষ্য হল- গ্রুমিং, লাইফস্টাইল, ইলেকট্রনিক্সের মত জনপ্রিয় বিভাগগুলিতে গ্রাহকদের ক্রমবর্ধমান চাহিদা পূরণের জন্য বিক্রেতারা যাতে সঠিক পদ্ধতি ব্যবহার করেন তা সুনিশ্চিত করা। বলাবাহুল্য, এই অঞ্চলে বিক্রেতাদের নেটওয়ার্ককে মজবুত করার লক্ষে 'ব্যাপার কা তিওহার' প্রোগ্রামের অন্তর্গত রিটার্ন কমাতে অন-পেজ কমিউনিকেশন, ওয়ার্কশপ, প্রশিক্ষণ, গুদামজাতকরণ সহায়তার মাধ্যমে ফ্লিপকার্ট একদিকে যেমন বিক্রেতাদের ক্ষমতায়ন ও দক্ষ করে তুলবে। তেমনি অপরদিকে ফ্লিপকার্টের বিভিন্ন অফার সম্পর্কে গ্রাহকদের সচেতন করে তুলবে।

ক্রিয়েটিভ মিউজিকের মালিক অপর্ণা নাগ এবং শতদ্রু নাগ বলেন, 'ব্যাপার কা তেওহার'-এর মতো প্রোগ্রামগুলি আমাদের ব্যবসা সম্প্রসারণে সাহায্য করার সাথে সাথে এবং গ্রাহকদের ক্রমবর্ধমান চাহিদা মেটাতে ব্যাপকভাবে সাহায্য করে।

নারীদের সমস্যা সমাধানে সমাজের প্রতি ব্রিটানিয়ার বিশেষ বার্তা

শিলিগুড়ি: নারী দিবসের একদিন পরে একটি মহিলাদের ওপর একটি ফ্লিম প্রকাশ করল ভারতের তৃতীয় বৃহত্তম বিস্কুট ব্র্যান্ড ব্রিটানিয়া মারি গোল্ড। 'লেটস কিপ ইট গোয়িং' শিরোনামের এই ছবিটিতে শুধুমাত্র একটি দিনের জন্য নারী দিবস উদযাপনের প্রচেষ্টাকে ঘিরে সমাজের পরতেই একটি শক্তিশালী বার্তা প্রদান করে। এই ফ্লিমটির উদ্দেশ্য হল- শুধুমাত্র একটি বিশেষ দিনে নয় নারীদের প্রতি সম্মান এবং সমাজের বিভিন্ন ক্ষেত্রে আলোচনার মাধ্যমে নারীদের সমস্যা সমাধানে উদ্যোগী হওয়ার বিষয়টি ধারাবাহিক ভাবে চালিয়ে যেতে হবে। তবেই সমাজের বিভিন্ন ক্ষেত্রে নারীদের সমস্যার স্থায়ী সমাধান সম্ভব হবে। উল্লেখ্য, মুম্বাই-ভিত্তিক বিজ্ঞাপন সংস্থা দ্য স্ক্রিপ্ট রুম দ্বারা ছবিটি তৈরি করা হয়েছে। ছবিটিতে দেখানো হয়েছে একটি কর্পোরেটের সংস্থায় নারী দিবস উপলক্ষে পার্টি দেওয়া হয়। সর্বত্র প্লেট এবং ন্যাপকিন ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকায় পরের অফিস ঝাড় দিতে এসে এক মহিলা কর্মচারী ম্যানেজারকে জিজ্ঞাসা করে যে গতকাল কারোর জন্মদিন ছিল কিনা।

ব্রিটানিয়া ইন্ডাস্ট্রিজ লিমি-টেডের চিফ মার্কেটিং অফিসার, অমিত দোশি বলেন, নারী দিবস উদযাপন শুধুমাত্র একটি উপলক্ষ হওয়া উচিত নয়, এই চিন্তাগুলির পুনরাবৃত্তি হওয়া উচিত।

আউচ 2-এর বিষয় বস্তু এক্সট্রা ম্যারেটিয়াল অ্যাফেয়ার

মুম্বই: ফ্রাইডে স্টোরি-টেলারদের সহযোগিতায় আউচ 2 শর্ট ফিল্ম রিলিজ করল রয়্যাল স্ট্যাগ ব্যারেল সিলেক্ট লার্জ শর্ট ফিল্মস। বৈভব মুথা দ্বারা পরিচালিত এবং শীতল ভাটিয়া প্রযোজিত ১৫ মিনিটের এই শর্ট ফিল্মটিতে অভিনয় করেছেন শারমন জোশি, নিধি বিষ্ট এবং শেফালি জারিওয়ালা। বিবাহ বর্হিভূত সম্পর্ককে একটি কমেডির মাধ্যমে তুলে ধরা হয়েছে আউচ 2-তে।

বলাবাহুল্য, Ouch 2 শর্ট ফিল্মটি রয়্যাল স্ট্যাগ ব্যারেল সিলেক্টের লার্জ শর্ট ফিল্মসের YouTube চ্যানেলে প্রিমিয়ার হবে। যা ভারতের সেরা অভিনেতা এবং পরিচালকদের সমন্বিত সবচেয়ে অনুপ্রেরণামূলক শর্ট ফিল্ম দেখার একটি প্ল্যাটফর্ম।

লেখক এবং পরিচালক বৈভব মুথা বলেন, "আউচ 2 এর প্রীটেক্সট নীরজ পান্ডের আউচ দ্বারা সেট করা হয়েছিল যা ২০১৬ সালে রয়্যাল স্ট্যাগ ব্যারেল সিলেক্ট লার্জ শর্ট ফিল্ম দ্বারা প্রকাশিত। শিতল ভাটিয়া এবং ফ্রাইডে স্টোরিটেলার গ্রুপের প্রতিভাবান কাস্টের সাথে আউচ 2-এ কাজ করা বিশেষ অভিজ্ঞতা প্রদান করেন। আমরা এটি সহজ, মজার এবং সংক্ষিপ্ত গল্প বলতে চেয়েছি। আমি আশা করি দর্শকরা এই শর্ট ফ্লিমটি ভীষণ ভাবে উপভোগ করবেন।

ইন্ডিয়া বুক অফ রেকর্ডসে জায়গা করে নিল Nexon EV

মুম্বই: ভারতের শীর্ষস্থানীয় অটোমোবাইল নির্মাতা এবং ভারতে ইভি বিবর্তনের পথপ্রদর্শক টাটা মোটরস ঘোষণা করেছে যে সফলভাবে 'দ্রুততম' কাশ্মীর থেকে কন্যাকুমারী ড্রাইভ / K2K কভার করায় ইন্ডিয়া বুক অফ রেকর্ডসে জায়গা করে নিয়েছে Nexon EV । উল্লেখ্য, Nexon EV – ভারতের এক নম্বর বৈদ্যুতিক যান যা মাত্র ৯৫ ঘন্টা এবং ৪৬ মিনিটে (৪ দিনের কম) ৪০০৩kms ড্রাইভ সম্পূর্ণ করেছে। বলাবাহুল্য, ভারতীয় হাইওয়েতে উপস্থিত পাবলিক চার্জিং নেটওয়ার্কের কারণে এই নন-স্টপ ড্রাইভটি সম্ভব হয়।

ড্রাইভ চলাকালীন Nexon EV, চ্যালেঞ্জিং ল্যান্ড স্কেপ এবং এক্সট্রিম ওয়েদারের মধ্যে অন্য যেকোনো গাড়ির মতোই সার্ভিস দেয়। এটি EV রেকর্ড দ্বারা 'দ্রুততম' K2K ড্রাইভ ছাড়াও, Nexon EV ২৩টি অতিরিক্ত রেকর্ড তৈরি করেছে।

মোট ২৮ ঘন্টার ট্রিপে দ্রুত চার্জ করার জন্য মাত্র ২১টি স্টপ ছিল। Nexon EV শুধুমাত্র মোট ট্রিপ শেষ করার ক্ষেত্রে সময়ই সঞ্চয় করেনি বরং একটি আইসিই-এর তুলনায় খরচও যথেষ্ট পরিমাণ কম। টাটা প্যাসেঞ্জার ইলেকট্রিক মোবিলিটি লিমিটেডের এমডি শৈলেশ চন্দ্র বলেন, আমরা আশাবাদী যে Nexon EV-র এই K2K ড্রাইভ চ্যালেঞ্জটি ইভি গাড়ির প্রতি গ্রাহকদের বিশেষ ভাবে আকৃষ্ট করবে।

বিশ্বমানের মাল্টি-মোডাল ট্র্যান্সপোর্টেশন হাব স্থাপন করার লক্ষ্যে নিউ জলপাইগুড়ি স্টেশনের উন্নয়নের কাজ চলছে দ্রুতগতিতে

মালিগাঁও: রেলওয়ে স্টেশনের উন্নয়নের জন্য রেল মন্ত্রক বিভিন্ন উন্নয়নমূলক প্রকল্পের অধীনে ভারতীয় রেলওয়ের স্টেশনগুলিকে উন্নয়ন/আধুনিকভাবে গড়ে তোলার পরিকল্পনা প্রস্তুত করেছে। চিহ্নিত ২০৪টি স্টেশনের মধ্যে উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের অধীনে নিউ জলপাইগুড়ি রেলওয়ে স্টেশনও অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। উন্নত, অতিরিক্ত ও বর্ধিত যাত্রী সুযোগ-সুবিধার জন্য বিশ্বমানের পর্যায়ে গড়ে তোলা হবে নিউ জলপাইগুড়ি রেলওয়ে স্টেশনকে। উন্নয়নের কাজ ইতিমধ্যেই শুরু হয়ে গেছে। পরিকল্পনা অনুযায়ী সিভিল কনস্ট্রাকশন যাতে শুরু করা যায় তার জন্য স্থান তৈরি করতে সামনের দিকের রিটেইল এরিয়া ও মূল স্টেশন বিল্ডিঙের অফিস ইত্যাদি সহ পুরোনো পরিকাঠামো ভেঙে ফেলার কাজ শুরু হয়ে গেছে।

অ্যারাইভাল ১ টার্মিনালের ভিত্তির কাজ জোর গতিতে এগিয়ে চলেছে। অ্যারাইভাল ২ এবং ডিপার্চার টার্মিনালের কাজও দ্রুত শুরু হবে। ইউটিএস কাম পিআরএস কাউন্টার রেলওয়ে ইলেকট্রিফিকেশন-এর রেস্ট হাউসের নিকটে রামনগর কলোনি রোডের একটি নতুন স্থানে স্থানান্তরিত করা হয়েছে। আপগ্রেডেশনের কাজের অগ্রগতির পাশাপাশি বিদ্যমান পার্কিং এরিয়া, পার্সেল ও আরএমএস অফিসও নতুন স্থানে স্থানান্তর করা হবে।

যাত্রীদের বিমানবন্দরের মতো অনুভূতি ও আরাম প্রদানের লক্ষ্যে স্টেশনটির জন্য বৃহৎ আকৃতির কভার পার্কিং এরিয়া, ২৪X৭ পাওয়ার ব্যাকআপ, পানীয় জল, এয়ার-কন্ডিশনড লবি, অফিস, দোকান, দ্রুতগতির এসকেলেটর, লিফ্ট, এয়ার কনকোর্স, হোটেল ইত্যাদির মতো অত্যাধুনিক সুযোগ-সুবিধা থাকবে। আগমন ও প্রস্থানরত যাত্রীদের জন্য সম্পূর্ণ পৃথক ব্যবস্থা থাকবে। উন্নয়নমূলক কাজ সম্পূর্ণ হওয়ার পর বর্তমানের দিন প্রতি ছত্রিশ হাজার যাত্রী সমাবেশ থেকে দিন প্রতি সত্তর হাজারেও অধিক যাত্রী সমাবেশ নিয়ন্ত্রণ করার জন্য স্টেশনটি তৈরি হবে। নিউ জলপাইগুড়ি স্টেশনের সামগ্রিক উন্নয়নমূলক কাজের আনুমানিক ব্যয় ৩৩৪.৭২ কোটি টাকা।

নিউ জলপাইগুড়ি স্টেশন হলো উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের অন্যতম একটি বৃহৎ ও ব্যস্ত একটি রেলওয়ে স্টেশন, যা উত্তর-পূর্বাঞ্চলীয় রাজ্যগুলির জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্ট হিসেবে কাজ করে চলেছে। নিউ জলপাইগুড়ি স্টেশনের উন্নয়নের ফলে উত্তর বঙ্গের পাশাপাশি সিকিমের ভ্রমণ, পর্যটন ইত্যাদি সহ স্থানীয় অর্থনীতির বিভিন্ন খণ্ডের উন্নয়নে সহায়ক হবে। ২০২৫ সালের মধ্যে এই উন্নয়নের প্রকল্প সম্পূর্ণ করার লক্ষ্য ধার্য করা হয়েছে।

Xiaomi-র স্মার্ট টিভির সাথে রয়েছে অ্যালেক্সার ভয়েস কমান্ড

বেঙ্গালুরু: স্মার্ট ফায়ার টিভি লঞ্চের মাধ্যমে টিভির পোর্টফোলিও উন্মোচন করল Xiaomi India Redmi। Xiaomi India এবং Amazon-এর প্রযুক্তিগত দক্ষতার সমন্বয় ভিভিড পিকচার ইঞ্জিন, ডলবি অডিও বৈশিষ্ট্যসহ ডিজাইন করা হয়েছে Xiaomi-র স্মার্ট ফায়ার টিভি।

Redmi-র স্মার্ট ফায়ার টিভি ডিভাইসটি হাই ডেফিনিশন-রেডি (HD-রেডি) ডিসপ্লে প্রদান করে, যা Vivid Picture Engine প্রযুক্তি দ্বারা চালিত। এছাড়াও রয়েছে শক্তিশালী ২০W স্পিকার,

ডলবি অডিও, DTS-HD এবং DTS সমন্বিত ভার্চুয়াল এক্স প্রযুক্তি। উল্লেখ্য, Redmi-র এই স্মার্ট ফায়ার টিভিতে Amazon অ্যালেক্সার সাথে রেডমি ভয়েস রিমোটও রয়েছে। যাতে গ্রাহকরা সহজেই তাদের ভয়েস কমান্ডের মাধ্যমে চ্যানেল পাল্টাতে, অ্যাপ চালু করতে, পছন্দসই গান শুনতে পারবেন।

সাধারণ মানুষকে বীমার আওতায় আনতে SBI-এর ব্রাঞ্চ সম্প্রসারণ

বিষ্ণুপুর: দেশের অন্যতম বিশ্বস্ত জীবন বীমা সংস্থা SBI লাইফ ইন্স্যুরেন্স পশ্চিমবঙ্গের বিষ্ণুপুরে তার একটি ব্রাঞ্চের উদ্বোধন করল। পৌর/রাজস্ব নং-৪১৬/১, রসিক গাঙ্ক, বাস স্ট্যান্ডের কাছে তিন তলায় SBI-এর এই নতুন শাখা অফিসটি অবস্থিত।

সাধারণ মানুষের বীমার প্রতি আগ্রহ বাড়ানোর জন্যই SBI লাইফ ইন্স্যুরেন্সের তরফ থেকে এই পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে। উল্লেখ্য, ৯৯০টি অফিসের মাধ্যমে দেশ জুড়ে SBI লাইফ ইন্স্যুরেন্সের বিস্তৃত উপস্থিতি সহ পশ্চিমবঙ্গে SBI লাইফের প্রায় ৬৩টি অফিস রয়েছে। যার সাথে ব্যক্তিগত এজেন্ট নেটওয়ার্ক, কর্পোরেট এজেন্ট, ব্যাঙ্কাসুরেন্স পার্টনার, ব্রোকার ইত্যাদি রয়েছে। পশ্চিমবঙ্গে ব্যক্তিগত NBP ভিত্তিতে (9M পিরিয়ড) SBI Life-এর ব্যক্তিগত বাজারের শেয়ার ২৪.৮%, যেখানে সারা দেশে ব্যক্তিগত বাজারের শেয়ার ২৭.২%। এছাড়াও, এই অঞ্চলে বীমা এজেন্টের সংখ্যাও যথেষ্ট বৃদ্ধি পেয়েছে। বলাবাহুল্য, ২০২২-২৩এর অর্থনৈতিক সমীক্ষায় দেখা গেছে যে ভারতের বীমা অনুপ্রবেশ ২.৭% থেকে ২০২০ সালে ৪.২%-এ স্থিরভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে।

EWG-র বৈঠক চলবে ১৭ মার্চ পর্যন্ত

নতুন দিল্লি: ১৫ মার্চ থেকে ভারতের গোল্ডেন সিটি অমৃতসরে G20 দেশগুলির এডুকেশন ওয়ার্কিং গ্রুপ (EWG) এর দ্বিতীয় বৈঠক শুরু হয়েছে। এই বৈঠক চলবে ১৭ মার্চ পর্যন্ত। উল্লেখ্য, প্রথম EWG সভাটিতে উদ্ভাবনী শিক্ষণ পদ্ধতির উপর বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়। যা বিশ্বব্যাপী শিক্ষার ক্ষেত্রে বিশেষ নীতি প্রণয়নে সহায়তা করবে।

G20 দেশগুলির EWG-এর প্রথম অধিবেশনে অস্ট্রেলিয়া, ভারত, যুক্তরাজ্য ও ফ্রান্সের প্রতিনিধি ও সংস্থা অংশগ্রহণ করে। দ্বিতীয় অধিবেশনে ওমান, ইউনিসেফ, সংযুক্ত আরব আমিরাত, চীন ও দক্ষিণ আফ্রিকার প্রতিনিধি ও সংস্থা অংশগ্রহণ করেছে। প্যানেল উদ্ভাবনী শিক্ষণ পদ্ধতি নিয়ে আলোচনা হয়।

এদিনের প্যানেল আলোচনায় বিশিষ্ট ব্যক্তিদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় সচিব (উচ্চ শিক্ষা) কে.কে. সঞ্জয় মূর্তি, আইআইটি রোপারের ডিরেক্টর রাজীব আহুজা প্রমুখ।

পূর্ব ভারত আর্থিকভাবে সবচেয়ে কম সুরক্ষিত

নতুন দিল্লি: বিশ্বের শীর্ষস্থানীয় বিপণন ডেটা এবং কান্টার এর সাথে পার্টনারশিপের মাধ্যমে তার ফ্ল্যাগশিপ সার্ভেইন্ডিয়া প্রোটেকশন কোটিয়েন্টসার্ভে (আইপিকিউ)এর পঞ্চম সংস্করণের ফলাফল ঘোষণা করেছে। বলাবাহুল্য, এই সার্ভেটি দেশের পূর্ব অঞ্চলের আর্থিক অবস্থার কথা তুলে ধরে।

MAX LIFE INSURANCE

আইপিকিউ-র সার্ভে অনুসারে পূর্ব ভারত সবচেয়ে কম সুরক্ষা ভাগফল স্কেলে ৩৯ স্কোর করেছে। যেখানে সর্বভারতীয় সুরক্ষা স্কোর ৪৩। যা উল্লেখযোগ্যভাবে কম। এর থেকেই বোঝা যায় অন্যান্য অংশের তুলনায় পূর্ব ভারত আর্থিকভাবে সবচেয়ে কম সুরক্ষিত অঞ্চল। এছাড়াও পূর্ব ভারত ৪৫% সহ দেশব্যাপী নিরাপত্তার সামগ্রিক স্তরকে অনুসরণ করে। যা অন্যান্য অঞ্চলের তুলনায় অনেক কম। যেখানে - উত্তর (৬৯%), পশ্চিম (৫৪%), এবং দক্ষিণ (৭৭%)।

ম্যাক্স লাইফের ডেপুটি ম্যানেজিং ডিরেক্টর ভি বিশ্বানন্দ বলেন, 'ইন্ডিয়া প্রোটেকশন কোটিয়েন্ট' সমীক্ষার পঞ্চম সংস্করণটি পূর্ব ভারতের শহুরে জনগোষ্ঠীর আর্থিক কল্যাণের প্রধান চ্যালেঞ্জগুলিকে তুলে ধরেছে।

প্রিয়জনদের নিরাপদ ভবিষ্যত নিশ্চিত করে HDFC

শিলিগুড়ি: গ্যারান্টিড ইনকাম ইন্স্যুরেন্স প্ল্যান চালু করল ভারতের অন্যতম প্রধান জীবন বীমাকারী সংস্থা HDFC লাইফ। উল্লেখ্য, এই প্ল্যানটি করমুক্ত সুবিধা এবং নিশ্চিত মৃত্যু সুবিধা প্রদান করায় প্রিয়জনদের জন্য একটি নিরাপদ ভবিষ্যত নিশ্চিত করে।

HDFC লাইফ গ্যারান্টিড ইনকাম ইন্স্যুরেন্স প্ল্যানের লক্ষ্য হল-পলিসির অধীনে বিমাকৃত রাশির শতাংশ হিসাবে বার্ষিক ১১% থেকে ১৩% নিশ্চিত আয় প্রদান করা। গ্যারান্টিড ইনকাম ইন্স্যুরেন্স প্ল্যানটি আয় প্রদানের সময় জীবন কভারও প্রদান করে। এই পলিসিটি নেওয়ার সময় গ্রাহকরা ৮, ১০, ১২, ১৫, ২০, ২৫ বা ৩০ বছরের আয়ের সময়কাল বেছে নিতে পারবেন। ০ থেকে ৬৫ বছর পর্যন্ত ব্যক্তিরা গ্যারান্টিড ইনকাম ইন্স্যুরেন্স প্ল্যানের আওতায় আসবেন।

HDFC লাইফের সেগমেন্টস অ্যান্ড হেড প্রোডাক্টস অনীশ খান্না বলেন, HDFC লাইফে আমাদের লক্ষ্য হল আমাদের পলিসি হোল্ডার এবং তাদের প্রিয়জনদের আর্থিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করা।

ডিজিটাল ট্রান্সফরমেশনকে তুলে ধরতে পার্টনারশিপ

মুম্বই: জাগুয়ার ল্যান্ড রোভার তার ডিজিটাল ট্রান্সফরমেশনকে গ্রাহকদের সামনে তুলে ধরতে টাটা টেকনোলজিসের সাথে পার্টনারশিপ করেছে। টাটা টেকনোলজিসের সাথে সহযোগিতার ফলে জাগুয়ার ল্যান্ড রোভার তার আধুনিক বিলাসবহুল গাড়ীর জন্য উন্নত ডিজিটাল প্রযুক্তিগত পরিষেবা প্রদান করতে পারবে।

টাটা টেকনোলজিস ক্লাউড - ভিত্তিক এন্টারপ্রাইজ রিসোর্স প্ল্যানিং (ERP) সফ্টওয়্যার সলিউশন বাস্তবায়ন করবে যা কর্মচারী এবং সরবরাহকারীদের জন্য অপারেশনে বৈপ্লবিক পরিবর্তন নিয়ে আসা সহ উন্নত ইন্টারফেস সরবরাহ, উন্নত সহযোগিতা ও দক্ষতা বৃদ্ধি করবে। এছাড়া টাটা টেকনোলজিস ERP ডেটা এবং ম্যানেজমেন্ট প্রসেসের জন্য একটি ডেডিকেটেড হোম তৈরি করবে। জাগুয়ার ল্যান্ড রোভারের ইন্ডাস্ট্রিয়াল অপারেশনের এগজিকিউটিভ ডিরেক্টর বারবারা বার্গমেয়ার বলেন, এই পার্টনারশিপ আমাদের মূল ERP পরিকাঠামোর রূপান্তরকে ত্বরান্বিত করার অনুমতি দেবে। যা ভবিষ্যতে কাজে লাগবে।

অনূর্ধ্ব ১২ ফুটবলে গ্রুপ এফ চ্যাম্পিয়ন জলপাইগুড়ি

পার্থ নিয়োগী: কোচবিহার পুলিশ লাইন ময়দানে আইএফএ ও রাজ্য ক্রীড়া যুব কল্যাণ দপ্তরের উদ্যোগে এবং কোচবিহারজেলা ক্রীড়া সংস্থার ব্যবস্থাপনায় অনূর্ধ্ব ১২ রাজ্য ফুটবলের গ্রুপ এফএ চ্যাম্পিয়ন হল জলপাইগুড়ি। গ্রুপ এফএ-র দলগুলি ছিল কোচবিহার, আলিপুরদুয়ার ও জলপাইগুড়ি। গত ২০ থেকে ২৪ ফেব্রুয়ারি কোচবিহার পুলিশ লাইন ময়দানে এই খেলা অনুষ্ঠিত হয়। ২০ তারিখ এই গ্রুপের খেলার উদ্বোধন করেন কোচবিহারের জেলাশাসক পবন কাদিয়ান। উপস্থিত ছিলেন কোচবিহার জেলা ক্রীড়া সংস্থার সম্পাদক সুব্রত দত্ত। প্রথম ম্যাচে জলপাইগুড়ি ১৪-১ গোলে

পর্যদুস্ত করে কোচবিহারকে। জলপাইগুড়ির শুভদীপ সেন একাই ৭ টি গোল করেন। ২১ তারিখ গ্রুপের দ্বিতীয় ম্যাচেও কোচবিহার পর্যদুস্ত হয় আলিপুরদুয়ারের কাছে। আলিপুরদুয়ার ৫-১ গোলে পরাজিত করে কোচবিহারকে। আলিপুরদুয়ারের স্মৃতীশ লামা জোড়া গোল করে। ২৪ তারিখ শেষ ম্যাচে জলপাইগুড়ি ২-০ গোলে আলিপুরদুয়ারকে পরাজিত করে। জলপাইগুড়ির অনির্বাণ রায় জোড়া গোল করেন। গ্রুপের দুটি খেলায় জিতে দুই ম্যাচে ৬ পয়েন্ট পেয়ে এফ গ্রুপে চ্যাম্পিয়ন হয়ে জলপাইগুড়ি প্রতিযোগিতার পরবর্তী পর্যায়ে খেলার সুযোগ পায়।

স্বরূপ সেবা ফাউন্ডেশনের ক্রিকেট

বিশেষ সংবাদদাতা: নিজেদের প্রতিষ্ঠা দিবস উপলক্ষে জামালদহ স্বরূপ সেবা ফাউণ্ডেশন আয়োজিত ক্রিকেট টুর্নামেন্টে চ্যাম্পিয়ন হল আয়োজক সংস্থা। ১৯ ফেব্রুয়ারি স্বরূপ আশ্রম দৃষ্টিহীন বিদ্যাপীঠের মাঠে ফাইনালে তারা ৫ রানে জামালদহ স্পোর্টস অ্যাসোসিয়েশনকে পরাজিত করে। প্রথমে ব্যাট করে স্বরূপ সেবা ফাউন্ডেশন ৬ ওভারে ২ উইকেটের বিনিময়ে ১০৩ রান করে। স্বরূপের গুড্ডু সাহা ও বিপ্লব সাহা দুজনেই ৪১ রান করে। জবাবে ব্যাট করতে নেমে জামালদহ স্পোর্টস অ্যাসোসিয়েশন ৬ ওভারে ২ উইকেটে ৯৮ রান করে। স্বরূপ সেবা ফাউন্ডেশনের গুড্ডু সাহা ফাইনালের সেরা ও বিপ্লব সাহা টুর্নামেন্টের সেরা প্লেয়ার নির্বাচিত হন।

চ্যাম্পিয়ন মহিষবাথান, ছাগলবেড়

বিশেষ সংবাদদাতা: সুভাষপল্লি অ্যাসোসিয়েশন অফ রুরাল ডেভলপমেন্ট অ্যান্ড অ্যাওয়ারনেস এবং নেহেরু যুবকেন্দ্রের যৌথ উদ্যোগে আয়োজিত কোচবিহার জেলাস্তরের ক্রীড়ায় ১৯ ফেব্রুয়ারি কোনামাল্লি সন্তোরাদেবী আদর্শ হাইস্কুলের মাঠে ফুটবলে চ্যাম্পিয়ন হল মহিষবাথান। ভলিবলে চ্যাম্পিয়ন হয় ছাগলবেড় যুব কল্যাণ সংঘ। পুরুষ বিভাগে দৌড়ে প্রথম হন অতুল বর্মন এবং মহিলা বিভাগের দৌড়ে প্রথম হন আবেদা খাতুন। লং জাম্পে মহিলা বিভাগে প্রথম হন অরিত্রিমা রায় ও পুরুষ বিভাগে সেরা হন মেহেবুব ইসলাম।

চ্যাম্পিয়ন দিনহাটার মধুমিতা

বিশেষ সংবাদদাতা: ৩৮ তম রাজ্য বার্ষিক প্রাথমিক বিদ্যালয় ক্রীড়ায় কোচবিহারের মুখ উজ্জ্বল করল দিনহাটার মধুমিতা দাস। দিনহাটা-২ নং ব্লকের থরাইখানা শিশু শিক্ষাকেন্দ্রের চতুর্থ শ্রেণির ছাত্রী মধুমিতা। ১০০ মিটার দৌড়ে সে প্রথম স্থান অর্জন করে। তাঁর এই সাফল্যে খুশির হাওয়া থরাইখানা শিশু শিক্ষাকেন্দ্রে। ইতিমধ্যেই কোচবিহার জেলা পরিষদের এসএসকে ও এমএসকে সেলের পক্ষ থেকে মধুমিতাকে সংবর্ধনা দেওয়া হয়েছে।

এসএসবির খেলা

বিশেষ সংবাদদাতা: এসএসবির ৩৪ নম্বর ব্যাটিলিয়নের ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় খোখোতে চ্যাম্পিয়ন হল বি কোম্পানি। ১ মার্চ হিন্দুস্থান মোড় এসএসবি ক্যাম্পে তারা হেডকোয়ার্টারকে পরাজিত করে। কাবাডিতে চ্যাম্পিয়ন হয় সি কোম্পানি। তারা ২৩-৯ পয়েন্টে হেডকোয়ার্টারকে পরাজিত করে। ব্যাস্কেট বলে চ্যাম্পিয়ন হয় হেড কোয়ার্টার। ফাইনালে তারা ১৩-৫ পয়েন্টে এ, বি, সি, ই এর মিলিত দলকে পরাজিত করে।

প্রয়াত ক্রীড়াবিদ নারায়ণচন্দ্র সাহা

পার্থ নিয়োগী: চলে গেলেন কোচবিহারের প্রবীণ অ্যাথলিট নারায়ণচন্দ্র সাহা। গত ৪ মার্চ কোচবিহার শহরের দেবীবাড়ি এলাকায় নিজ বাসভবনেই তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৮৩। রেখে গেলেন দুই পুত্রকে। জেলা ও রাজ্যস্তরের নানা প্রতিযোগিতায় তিনি দৌড়ে তাঁর অসাধারণ দক্ষতার স্বাক্ষর রেখেছিলেন। তাঁর মৃত্যুতে শোক প্রকাশ করেন কোচবিহার জেলা ক্রীড়া সংস্থার সম্পাদক সুব্রত দত্ত। তাঁর আত্মার শান্তি কামনায় জেলা ক্রীড়া সংস্থার পতাকা সারাদিন অর্ধনিমিত রাখা হয়।

চ্যাম্পিয়ন বিদ্রোহী

বিশেষ সংবাদদাতা: নেহেরু যুব কেন্দ্রের উদ্যোগে ও দারিকামারী বিশ্ব ভারতী সংঘের ব্যবস্থাপনায় আট দলীয় ভলিবল প্রতিযোগিতায় চ্যাম্পিয়ন হল গুমানিহাট বিদ্রোহী সংঘ। ৬ মার্চ ফাইনালে তারা লতাপাতা এমএসকে একাদশের মুখোমুখি হয়। কোন সেট না হারিয়ে ফাইনালে বিদ্রোহী সংঘ ২৪-১৮, ২৪-২১ পয়েন্টে লতাপাতা এমএসকে একাদশকে পরাজিত করে।

এই ভলিবল প্রতিযোগিতাকে ঘিরে মানুষের উৎসাহ ছিল চোখে পড়বার মত।

জ্যাভলিনে তৃতীয় হলদিবাড়ির প্রাক্তন শিক্ষক

বিশেষ সংবাদদাতা: হলদিবাড়ির ষাটোর্ধ্ব প্রাক্তন শিক্ষক নীলকমল সরকার ন্যাশনাল মাস্টার্স অ্যাথলেটিক্স চ্যাম্পিয়নশিপে জ্যাভলিনে দেশের মধ্যে তৃতীয় স্থান অর্জন করেছেন সম্প্রতি। হলদিবাড়ির নবকিশোর হাই স্কুলের প্রাক্তন ক্রীড়া শিক্ষক নীলকমলবাবু গত ১৪ থেকে ১৮ ফেব্রুয়ারি অনুষ্ঠিত ন্যাশনাল মাস্টার্স অ্যাথলেটিক্স চ্যাম্পিয়নশিপ ২০২৩ এ অংশ নেন। আর অংশ নিয়েই পেলেন সাফল্য। জ্যাভলিন থ্রো প্রতিযোগিতায় ৩২.২২ মিটার দূরে জ্যাভলিন ছুড়ে দেশের মধ্যে তৃতীয় স্থান তিনি অর্জন করেন। তাঁর এই সাফল্যে হলদিবাড়ির ক্রীড়ামহল খুশি।

রাজ্য তিরন্দাজি দলে কোচবিহারের মৃত্যুঞ্জয়

পার্থ নিয়োগী: কোচবিহারের ক্রীড়ামহলে আবার খুশির খবর। এবার তিরন্দাজির হাত ধরে। গুজরাটে অনুষ্ঠিত আসন্ন জাতীয় তিরন্দাজি প্রতিযোগিতার জন্য ইন্ডিয়ান রাউন্ড বিভাগে বাংলা দলের হয়ে নামতে দেখা যাবে কোচবিহার-২ নম্বর ব্লকের খোলটার বাসিন্দা মৃত্যুঞ্জয় রায়। বাংলা দলে তাঁর সুযোগ পাওয়ায় খুশির হাওয়া কোচবিহার জেলা ক্রীড়া সংস্থায়।

কোচবিহার জেলা ভলিবল দল গঠন

পার্থ নিয়োগী: হুগলির বাঁশবেরিয়ায় অনুষ্ঠিত অনূর্ধ্ব ১৮ রাজ্য ভলিবল প্রতিযোগিতার জন্য ছেলে ও মেয়ে দুই বিভাগের কোচবিহার জেলা ভলিবল দল গঠিত হল। আর এই দল গঠনের জন্য গত ২ মার্চ স্টেডিয়ামে ভলিবলের এক ট্রায়াল অনুষ্ঠিত হয়। আর এই ট্রায়ালে অংশ নেওয়া প্লেয়ারদের থেকেই জেলা দল বেছে নেওয়া হয়। ছেলে ও মেয়ে দুই বিভাগেই ১২ জনের চূড়ান্ত দল বেছে নেওয়া হয়।

রাজ্য ক্রীড়ায় ফুটবল ছোড়ায় প্রথম খলিশামারির নিশা

পার্থ নিয়োগী: গত ১৮ ও ১৯ ফেব্রুয়ারি জলপাইগুড়ির বিশ্ব বাংলা ক্রীড়াঙ্গনে অনুষ্ঠিত রাজ্য পর্যায়ের প্রাথমিক নিম্ন বুনিয়াদি ও শিশু শিক্ষাকেন্দ্রের ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় ফুটবল ছোড়া বিভাগে প্রথম স্থান অর্জন করল শীতলকুচির খলিসামারির আলাউদ্দিন জিপি স্কুলের চতুর্থ শ্রেণির ছাত্রী নিশা তাঞ্জুম। ৭.৬১ মিটার ফুটবল ছুড়ে প্রথম স্থান অর্জন করে। এর ফলে তাঁর স্কুলে খুশির হাওয়া বয়ে যায়।

প্রাথমিক শিক্ষা সংসদের শীতলকুচি সার্কেলের পক্ষ থেকে নিশাকে গত ২৭ ফেব্রুয়ারি সংবর্ধনা প্রদান করা হয় তাঁর এই সাফল্যের জন্য।

৮ দলীয় ক্রিকেটে চ্যাম্পিয়ন মান্টু দাসগুপ্ত পল্লি ক্লাব

পার্থ নিয়োগী: টাকাগাছ বিবেকানন্দ ক্লাব ও ব্যায়ামাগার আয়োজিত ক্রিকেট টুর্নামেন্টে চ্যাম্পিয়ন হল মান্টু দাসগুপ্ত পল্লি ক্লাব। এই টুর্নামেন্টে মোট ৮ টি দল অংশ নেয়। গত ২৬ ফেব্রুয়ারি এই টুর্নামেন্টের ফাইনালে মুখোমুখি হয় মান্টু দাসগুপ্ত পল্লি ক্লাব এবং ডোডেয়ারহাট ক্লাব। টাকাগাছ বিবেকানন্দ ক্লাব সংলগ্ন মাঠে টসে জিতে প্রথমে ব্যাট করতে নামে ডোডেয়ারহাট ক্লাব। ১২ ওভারে ৯ উইকেটের বিনিময়ে ১১৯ রান করে ডোডেয়ারহাট ক্লাব। ডোডেয়ারহাটের প্রতীক চন্দ ৫৬ রান করেন। জবাবে ব্যাট করতে নেমে মান্টু দাসগুপ্ত পল্লি ক্লাব ১১.৪ ওভারে ৮ উইকেটের বিনিময়ে ১২০ রান তুলে জয়ের লক্ষ্যে পৌঁছে যায়। মান্টু দাসগুপ্ত পল্লির অয়ন গুহ রায় ৪০ রান করেন। এদিন পুরস্কার তুলে দেন টাকাগাছ বিবেকানন্দ ক্লাব ও ব্যায়ামাগারের পক্ষ থেকে পার্থচন্দ্র রায়, মানিক শীল প্রমুখ।

তৃণমূলের ক্রিকেটে চ্যাম্পিয়ন প্রদীপ রায় একাদশ

বিশেষ সংবাদদাতা: খাগড়াবাড়ি অঞ্চল তৃণমূল কংগ্রেস আয়োজিত খাগড়াবাড়ি চ্যাম্পিয়ন ট্রফি ক্রিকেটে চ্যাম্পিয়ন হল প্রদীপ রায় একাদশ। গত ৫ মার্চ নাট্য সংঘের মাঠে ফাইনালে প্রদীপ রায় একাদশ ৩ উইকেটে অনিল রায় একাদশকে পরাজিত করে চ্যাম্পিয়নের শিরোপা লাভ করে। প্রথমে ব্যাট করে অনিল রায় একাদশ ১৬ ওভারে ১৭৬ রান তোলে। জবাবে ব্যাট করতে নেমে প্রদীপ রায় একাদশ ১৩ ওভারে ৭ উইকেটে ১৭৭ রান তুলে নিয়ে জয়লাভ করে। ফাইনালের সেরা প্লেয়ার নিত্যানন্দ দাস ৫৩ রান করেন। আর প্রতিযোগিতার সেরা সাগর দাস ১৪ রানে পান ৫ উইকেট।

স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক ও মুদ্রক সন্দীপন পণ্ডিত কর্তৃক ডাউয়াগুড়ি, কলেরপার, জেলাঃ কোচবিহার, পশ্চিমবঙ্গ, ডাক সূচক- ৭৩৬১৫৬ থেকে প্রকাশিত এবং জনবার্তা প্রিন্টিং প্রেস, দক্ষিণ খাগরাবাড়ী, জেলাঃ কোচবিহার, পশ্চিমবঙ্গ, ডাক সূচক- ৭৩৬১০১ থেকে মুদ্রিত। ● সম্পাদকঃ সন্দীপন পণ্ডিত ● Printed, Published and Owned by Sandipan Pandit and Printed at 'Janabarta' Printing Press, Dakshin Khagarbari, District: Cooch Behar, West Bengal, PIN Code: 736101 and Published at Dawaguri, Kolerpar, Dist.: Cooch Behar, West Bengal, PIN Code – 736156 Editor : Sandipan Pandit, Tele-Fax : 0353-2431015 Website : www.purbottar.in, e-mail : contact@purbottar.in RNI No.: 71057/96